জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

গতির বলি হাতি

নিষেধাজ্ঞার পরেও বেপরোয়া গতি। ফের ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল হাতির। আর একটি হাতি গুরুতর জখম। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে

তৃতীয় শীতলতম নভেম্বর

বিগত আট বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় শীতলতম নভেম্বর পেল রাজ্যবাসী। ২৫ ও ২৭ নভেম্বর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি। ডিসেম্বরের ৪ তারিখের পর থেকেই পারদ নামতে শুরু করবে

দুরন্ত রো-কো, প্রোটিওদের হারিয়ে অবশেষে প্রথম জয় রাহুলদের

ওড়িশাতে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার, শুভেচ্ছা অভিষেকের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৬ ● ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 186 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 1 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেক-সহ তৃণমূলের প্রবল প্রতিবাদের জের

সার প্রক্রিয়া শেষ করতে আরও ৭ দিন সময় দিতে বাধ্য হল কমিশন

একনজরে এসআইআরের নয়া দিনপঞ্জি

এসআইআর প্রক্রিয়া	আগে ছিল	এখন হল
এনুমারেশন প্রক্রিয়ার শেষ দিন	৪ ডিসেম্বর, ২০২৫,	১১ ডিসেম্বর ২০২৫
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	৯ ডিসেম্বর, ২০২৫,	১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
খসড়া আপত্তি জানানোর সময়	৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৮ জানুয়ারি, ২০২৬	১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬
অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়	৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬	১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
চূড়ান্ত তালিকায় অনুমোদন	৩ ফেব্রুয়ারি,২০২৬	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রতিবেদন : শেষপর্যন্ত তৃণমূল-সহ বিরোধীদের চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। পিছিয়ে দেওয়া হল খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। আপাতত এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা। সেইসঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ল এনুমারেশন ফর্ম জমা ও পূরণের সময়ও।

কমিশনের তরফে প্রথমে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ৯ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ১৬ ডিসেম্বর করা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণা হওয়ার দিন ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পিছিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি হয়েছে। দেশের যে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে ২৭ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কমিশন, সেই সব জায়গার জন্যই এই নতুন বিজ্ঞপ্তি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রশ্ন তুলেছেন অপরিকল্পিত এসআইআর নিয়ে। তিনি বলেন, যে পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়া (এরপর ১২ পাতায়)

আজ থেকে সংসদে এসআইআর ঝড়

প্রতিবেদন : আজ, সোমবার শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। প্রথম দিন থেকেই মোদি সরকারের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর ইস্যুতে অলআউট ঝাঁপাবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। রবিবার দিল্লিতে সরকারের ডাকা সর্বদল ও বিএসি বৈঠকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এর প্রতিবাদে তৃণমূলের সমর্থনে এক মঞ্চে সোচ্চার হবে বিরোধী শিবিরের অন্য দলগুলিও। কমিশনের এসআইআর পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও সঠিক পরিকল্পনাই নেই, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কে বলে তোমরা গরিব

কে বলে তোমরা গরিব বন্ধু
তোমাদের কেউ নেই?
একদিন তোমরা ধরবে হাল
তার আর দেরি নেই।

তোমাদের কঠোর পরিশ্রম
দেশকে দেখাবে আলো
তোমাদের নূতন প্রাণের ভাষায়
সবুজের দীপ জ্বালো।

শস্য শ্যামল ভারতবর্ষে তোমরা
গাইবে গান
আর দেরি নয়, আর দেরি নয়
দড়ি ধরে মারো টান

তোমাদের ঘ্রাণে সাড়া দেবে
একদিন ওই মহাসিন্ধু
মুক্তির গান গাইবে তোমরা
গাইবে গাইবে বন্ধু।।

আজ থেকে শুরু সেবাশ্রয়

প্রতিবেদন : **শেষের পথে কাউন্টডাউন! আজ, সোমবার থেকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের ৭ বিধানসভা কেন্দ্রে ফের শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয় শিবির! ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে 'সেবাশ্রয় ২'। তারপর ২৪ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে মেগাক্যাম্প। মহেশতলা বিধানসভার নিউল্যান্ড মাঠ, চক চাঁন্দুল রথতলা ও সবুজ সংঘের মাঠে 'সেবাশ্রয় ২' স্বাস্থ্যশিবিরের উদ্বোধন করবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।** (এরপর ১০ পাতায়)

তাড়াহুড়ো, আশঙ্কা, আতঙ্ক, মৃত্যু... শেষে সময়বৃদ্ধি

প্রমাণিত, তৃণমূলই ঠিক বলেছিল : চন্দ্রিমা

প্রতিবেদন : আমরা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নয়। আমরা অপরিকল্পিতভাবে প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। আমরা তাড়াহুড়ো করে অপরিকল্পিত উপায়ে মানুষের ওপর বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই কথা আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিকরা বলেন, এদিন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিল আমরাই ঠিক ছিলাম। দু'বছরের কাজ দু'মাসে করতে গিয়েই যত বিপত্তি।

অপরিকল্পিত এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ করে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোনওরকম পরিকল্পনা না করে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করতে গিয়ে এই যে এতগুলো মৃত্যু হল এর দায় কমিশন কেন নেবে না? প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তাঁদের কথায়, এসআইআর প্রক্রিয়ার যে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছিল, তা দেখে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম বলে, (এরপর ১০ পাতায়)

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিক।

অভিষেকের পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিন

১. এসআইআর প্রক্রিয়া কি অনুপ্রবেশ রুখতে? ২. যদি তাই হয় তাহলে বেছে বেছে কেন বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে? ৩. কেন মিজোরাম বা ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? ৪. অবৈধ ভোটার বাছতে এসআইআর হলে তাদের ভোটে নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কী? ৫. এসআইআর আতঙ্কে মৃত এবং কাজের চাপে মৃতদের দায়িত্ব কেন নেবে না কমিশন? কী ব্যবস্থা হবে?

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 December, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৯ শান্তিদেব ঘোষ
(১৯১০-১৯৯৯)

এদিন প্রয়াত হন। বাবা— স্বদেশকর্মী ও শ্রীনিকেতনের রূপকার কালীমোহন ঘোষ, মা— মনোরমাদেবী। এক বছর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনে। সেখানেই বিদ্যালয়শিক্ষা। শিশুবয়স থেকেই সঙ্গীতে স্বাভাবিক-অনুরাগ ও শক্তিমত্তার পরিচয়, ফলে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতশিক্ষার সূচনা। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত শেখেন ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে। ১৯৩০ সালে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে সঙ্গীতভবনের পরিচালক, ১৯৪৫-এ অধ্যক্ষ। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর ১৯৫৪-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব পান। ১৯৬৪-'৬৮ এবং ১৯৭১-'৭৩, দু'বার বৃত হন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ পদে। ১৯৭৪-এ অবসর। এরপর দু'বছর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রূপে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণার কাজ। ১৯২৬ সাল থেকে সঙ্গীতের পাশাপাশি নৃত্যচর্চারও সূচনা। গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে ১৯৩১-এ দক্ষিণ ভারতে কথাকলি নাচ শিখতে যান। ১৯৩৭-'৩৯ সালে ক্যান্ডি ও জাভাবালির নৃত্য শিখতে যান সিংহল, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি, নৃত্যনাট্য প্রযোজনাতেও হয়ে ওঠেন গুরুদেবের প্রধান সহায়ক। বহু সম্মানভূষিত জীবন। ১৯৭৭-এ সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো। ১৯৮০-তে সুরেশচন্দ্র-স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ ১৯৮৪-এ। ওই বছরই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত দেশিকোত্তম। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, Music and Dance in Rabindranath Tagore's Educational Philosophy ইত্যাদি।

১৯৩২ অদ্রীশ বর্ধন

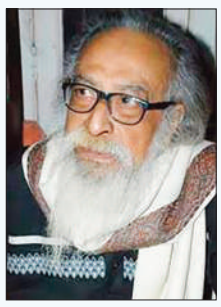

(১৯৩২-২০১৯) এদিন জন্ম নেন। জুলে ভার্ন, এডগার অ্যালান পো থেকে এইচ পি লাভক্র্যাফ্টদের মতো লেখকদের কল্পবিশ্ব মাতৃভাষায় আমবাঙালির কাছে টেনে এনেছিলেন তিনি। তাঁর কল্পবিজ্ঞান লেখার শুরু নেহাতই পাগলামি থেকে। বাড়িতেই ছাপিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর 'আশ্চর্য', 'ফ্যান্টাসি'র মতো কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা ছাপ ফেলেছিল বাংলায়। 'কিশোর মন' পত্রিকাটিও সম্পাদনা করেছেন। অনুবাদ ছাড়াও মৌলিক লেখায় তাঁর চরিত্র প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাহিনির চাহিদা রয়েছে এখনও। লিখেছেন কল্পবিজ্ঞান, রহস্যকাহিনি।

১৯৯০ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(১৯০০-১৯৯০) এদিন প্রয়াত হন। জওহরলাল নেহরুর বোন, ইন্দিরা গান্ধীর পিসি ও রাজীব গান্ধীর পিসি-ঠাকুরমা। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হন। ১৯৪৭-'৪৯ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯৪৯-'৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো, ১৯৫৫-'৬১ সালে আয়ারল্যান্ডে (এই সময় তিনি যুক্তরাজ্যেও ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন) এবং ১৯৫৮-'৬১ সালে স্পেনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি হন।

১৯৭৪ সুচেতা কৃপালনী

(১৯০৮-১৯৭৪) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম সুচেতা মজুমদার, বিবাহের পর নাম হয় সুচেতা কৃপালনী। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। তাঁর সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, 'বিরল সাহস এবং চরিত্রের একজন ব্যক্তি যিনি ভারতীয় নারীত্বে কৃতিত্ব নিয়ে এসেছিলেন।' তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬৩-'৬৭ তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

১৭৬১ মাদাম তুসোর

(১৭৬১-১৮৫০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম আনা মারিয়া গ্রোশোলজ। তিনি লন্ডনের মাদাম তুসো জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ফিলিপ কার্টিস ম্যারি তুসোকে মোম দিয়ে ভাস্কর্য শিল্পকলায় পারদর্শী করে তোলেন। ১৭৭৮ সালে তিনি প্রথম মোমের প্রতিকৃতি হিসেবে জঁ জাক রুশোর ভাস্কর্য তৈরি করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মোমের ভাস্কর্য তৈরি করে অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর পরিচয় দেন।

নজরকাড়া ইনস্টা

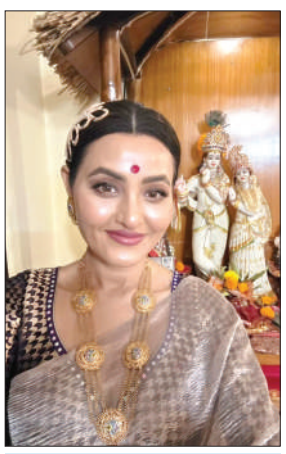

■ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ রাজ চক্রবর্তী

■ নুসরত

কর্মসূচি

■ হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মৌসুমী বাসু চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও গুণিজন সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। উপস্থিত ছিলেন জেলার যুব সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭১

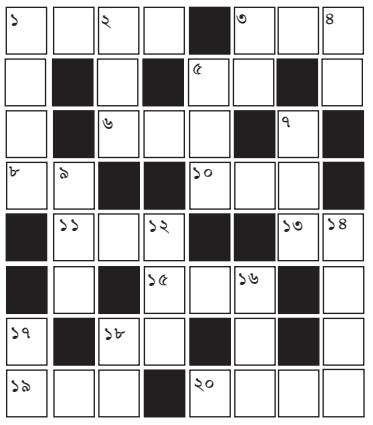

পাশাপাশি : ১. ময়রা ৩. খ্রিস্টানদের প্রার্থনা শেষের মন্ত্র ৫. বন্ধু, মিত্র ৬. গণনা ৮. মাছ কোথায়? ১০. নিবাস, বাসস্থান ১১. সাদাটে ১৩. বিভাজ্য অঙ্ক ১৫. বিষ্ণু, নারায়ণ ১৮. ফলবিশেষ ১৯. উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ২০. পরাধীন।

উপর-নিচ : ১. ব্যাধ, পাখিশিকারি ২. ছাই, পাঁশ ৩. গোটা ৪. ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি ৫. আধপচা ৭. আগুন, অগ্নি ৯. হৃৎস্পন্দনের রেখচিত্র ১২. সম্মান ১৪. গিরিশ ঘোষের নাটক ১৬. প্রতিজ্ঞা, দিব্য ১৭. মায়ের সূত্রে আপনজন ১৮. জ্যোতিষী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭০ : পাশাপাশি : ২. গোতম ৪. অটবি ৬. ভুল ৭. নাগরিকতা ৮. সকাশ ১০. অথই ১২. রজনিজল ১৩. শাপ ১৪. খচরা ১৬. তন্মাত্র। **উপর-নিচ:** ১. জোট ২. গোত্ররিকথ ৩. মমতা ৪. অলস ৫. বিনাশ ৯. কাহিনিচিত্র ১০. অলখ ১১. ইশারা ১২. রহিত ১৫. চর্যা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইএম বাইপাসের ধারে তরুণীকে মাদক খাইয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ১। গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ

আমার শহর

1 December 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

পর্দায় চিত্রায়িত হওয়ার পর মলাটবন্দি হল ব্রাত্যর হুব্বা

প্রতিবেদন : ডিজিটাল বিপ্লবের যুগে কমছে বইয়ের পাঠক সংখ্যা। সকলেই মজে থাকেন ডিজিটাল জগতে। বই পড়াও আজ সেই দুই আঙুলের ছোঁয়ার মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। এই আবহে তাই ব্রাত্য বসুর পরিচালিত 'হুব্বা' সিনেমাটি লিখিত আকারে প্রকাশিত হওয়ায় খুশি পরিচালক স্বয়ং। হুব্বার প্রকাশক অ্যান্টোনিক কালেকশন।

আইপিএস সুপ্রতিম সরকারের লেখা বই থেকে হুগলির কুখ্যাত গুন্ডা হুব্বা শ্যামলকে নিয়েই মূলত এই সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে। তার ধরা পড়া, অপরাধী হওয়া, প্রথম প্রেম, দুটো বিয়ে, খুন, রাজনৈতিক নেতার হয়ে কাজ করা, সবটা বলা আছে। টুকরো টুকরো থ্রিলিং দিয়ে বানানো কোলাজ 'হুব্বা'।

■ বই উদ্বোধনে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে অরিন্দম শীল, বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, ভাস্কর লেট। কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটিতে।

খুশি ছবির পরিচালকও

এদিন এই গল্প ফের দুই মলাটে বন্দি হল। প্রখ্যাত নাট্যকার তথা পরিচালক তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এখন বইয়ের পাঠক সংখ্যা কম। আমি প্রকাশককে বারণ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম বিশেষ লাভ হবে না। কিন্তু বইটা এখন হওয়াতে আমার খুব ভাল লাগছে। বইয়ের প্রোডাকশনটা খুব ভাল হয়েছে। আমি খুশি।

এরপর সুপ্রতিম সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, লেখাটা খুবই থ্রিলিং। লেখাটা পড়েই আমার খুব ভাল লেগেছিল তাই আমি তখন ঠিক করেছিলাম এটা নিয়ে সিনেমা করব। এরপর প্রকাশকরা সেই সিনেমা দেখে মনে করেছেন এটার মধ্যে একটা বিক্রয়যোগ্য উপাদান রয়েছে।

■ টালিগঞ্জ বিধানসভার নিরঞ্জন সদনে রবিবার এসআইআর পর্যালোচনা বৈঠকে টালিগঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, দলীয় পদাধিকারী, ৩১০ জন বিএলএ-২ ও ৯টি ওয়ার্ডের ডব্লুইআরএস-সহ এসআইআরের কাজে নিযুক্ত দলীয় কর্মীরা।

জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র নিয়ে আজ থেকে বিশেষ শিবির পুরসভার

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহের চাহিদা বেড়েছে কলকাতায়। জনসাধারণের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানারকম প্রশ্নও। তাই আজ, সোমবার থেকে বিশেষ ক্যাম্প খুলছে কলকাতা পুরসভা। সাধারণ মানুষ কীভাবে কোথা থেকে জন্ম কিংবা মৃত্যু শংসাপত্র হাতে পাবেন, সেইসব সমস্যার সমাধানেই পুরসভার এই বিশেষ ক্যাম্প। একইসঙ্গে সোমবার থেকে চ্যাটবটের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র চেয়ে আবেদন গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে পুর-কর্তৃপক্ষের তরফে। ভোটার তালিকায় সংশোধনের কারণে শংসাপত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেই এই পদক্ষেপ পুরসভার।

পুর-কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, এসআইআর আবহে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের চাহিদা বেড়েছে। অনেকেই এতদিন শংসাপত্র নেননি। হাসপাতালের কাগজ নিয়ে কাজ চালিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে মৃতদের পরিজনরাও এতদিন মৃত্যুর শংসাপত্র তোলেননি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় হিয়ারিংয়ের নোটিশ এলে এই জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র গুরুত্বপূর্ণ নথি হতে পারে। তাই এবার পুরসভার তরফে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, হিয়ারিং-এর সময় বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে। তাই সেটা দেওয়ার জন্য যাতে এখানে পর্যাপ্ত অফিসার থাকে সেই ব্যবস্থা করেছি। সেই কারণেই এই ক্যাম্প।

অন্যদিকে, বর্তমানে চ্যাটবট (৮৩৩৫৯৯১১১)-এর মাধ্যমে প্রতিদিন জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের ১৫০টি আবেদন নেওয়া হয়। তবে মহানাগরিকের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার থেকে তা বাড়িয়ে ৫০০ করা হচ্ছে। মেয়রের কথায়, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের সময় প্রকৃত নথি থাকা জরুরি। তাই নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোই পুরসভার লক্ষ্য। সম্প্রতি 'টক টু মেয়র'-এ এক শহরবাসী চ্যাটবট ব্যবহারে সমস্যার অভিযোগ জানালে পুরসভা দ্রুত উদ্যোগ নেয়। এসআইআর আবহে বাড়তি চাপ সামলাতে এবার আবেদন গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

বিডিও অফিসে পর্যবেক্ষক

সংবাদদাতা, ফলতা : এসআইআর নিয়ে বিএলওদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আসছে। খতিয়ে দেখতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার বিডিও অফিসে পর্যবেক্ষণে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত। একাধিক পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে, রবিবার সকালে ফলতায় পৌঁছে বিডিও অফিসে বিএলওদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠকে বিএলওদের সমস্যার কথা শোনেন। বৈধ ভোটারদের নাম যাতে তালিকায় থাকে এই বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, কিছু অভিযোগ পেয়েছেন, সেগুলোই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিডিও শানু বক্সি বলেন, কিছু এপিক নম্বর দেওয়া হয়েছিল। যেগুলো নিয়ে অভিযোগ হয়েছিল, ডেথ মার্কিং হয়েছে কি না। সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন বিএলও, এসডিও, ইআরও-রাও। চারটি রাজনৈতিক দলের বিএলএ-রাও ছিলেন সেখানে। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত বৈঠক শেষে জানান, এসআইআর নিয়ে কারও কোনও সমস্যা আছে কি না শোনা হল। বিশেষ কোনও অসুবিধার কথা কেউ বলেননি। অভিযোগ অনেকেই হতে পারে।

■ রাজ্য বিধানসভায় বিজ্ঞানসাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ওয়ার রুমে আলোচনায় মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে, অনিন্দ্য কিশোর রাউত-সহ অন্যরা।

■ বালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার রুমে সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়-সহ দলীয় কর্মীরা। রবিবার।

আত্মঘাতী বৃদ্ধ

সংবাদদাতা, গাইঘাটা : নিজের তৈরি ব্রিজ থেকেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ। মৃতের নাম অশোক দত্ত (৬৭)। তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের উত্তরপাড়ায়। তিনি গাইঘাটার ইছাপুর নেতাজি বাজার এলাকায় থাকতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন তিনি সাইকেলে করে গাইঘাটার ইছাপুর-মল্লিকপুর ব্রিজের উপরে এসে গায়ের চাদর খুলে প্রণাম করে খালে ঝাঁপ দেন। তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যে ব্রিজটি থেকে তিনি খালে ঝাঁপ দেন সেই ব্রিজ তৈরির জন্য যে ঠিকাদার সংস্থা বরাত পেয়েছিল সেই সংস্থার ম্যানেজার ছিলেন অশোক দত্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, ফলে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সেই থেকেই আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের।

বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে আজ থেকে শুরু বিধাননগর মেলা

প্রতিবেদন : রকমারি হাতের কাজ, দেশ-বিদেশের হরেক পসরা নিয়ে শুরু হচ্ছে বিধাননগর মেলা। আজ, সোমবার সূচনা। স্থান বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্ক বইমেলা প্রাঙ্গণ। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মেলার উদ্বোধন করবেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। থাকবেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা-সহ বিশিষ্টরা। সূচনার দিন থেকেই মেলা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এবারেও কিছু বিশেষ আকর্ষণ থাকছে বলে জানান বিধাননগর পুরসভার মেয়র। তিনি বলেন, বাংলার হাতের কাজ, কৃষ্টি-সৃষ্টিকে তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়েই বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। অনেক মানুষের রুজি-রোজগার জরিয়ে রয়েছে এই মেলাগুলিতে। নানারকমের স্টলে সেজে ওঠে মেলা। থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিধাননগর মেলা শুধু মেলা নয়, এটি গোটা শহরবাসীর কাছে আবেগ। প্রতিবছর শীত পড়তেই সকলেই অপেক্ষায় থাকেন বিধাননগর মেলার।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 December, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দিতে হবে

আজ থেকে সংসদ উত্তাল হবে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে। এসআইআরের নামে যেভাবে মানুষ মারার চক্রান্ত করেছে বিজেপি আর কমিশন, তার বিরুদ্ধে সংসদে যুদ্ধং দেহি মনোভাবে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। রবিবার দিল্লিতে সর্বদল সভায় সেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে বিরোধীরা। এসআইআরের নামে আসলে যা করা হয়েছে তা হল পরিকল্পনাহীন এক ব্যবস্থা, যার বলি হয়েছেন ৪০ জনের বেশি মানুষ। এবং অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ে আরও অনেকে। তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচটি প্রশ্ন— ১. এসআইআর প্রক্রিয়া কি অনুপ্রবেশ রুখতে? ২. যদি তাই হয় তাহলে বেছে বেছে কেন বাঙালিদের টার্গেট করা হচ্ছে? ৩. কেন মিজোরাম বা ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না? ৪. অবৈধ ভোটার বাছতে এসআইআর হলে তাদের ভোটে নির্বাচিত মোদি সরকারের বৈধতা কী? ৫. এসআইআর আতঙ্কে মৃত এবং কাজের চাপে মৃতদের দায়িত্ব কেন নেবে না কমিশন? কী ব্যবস্থা হবে? স্পষ্ট প্রশ্ন, স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে কেন্দ্রের শাসক দলকে এবং তাদের তল্পিবাহক কমিশনকে। মাত্র সাতদিনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এটা কি যথেষ্ট? যে প্রক্রিয়া দু'বছর ধরে চলার কথা তা কি সম্ভব এই ক'দিনে? অনুপ্রবেশই যদি ইস্যু হয় তাহলে সীমান্ত রাজ্যগুলি কেন বাদ যাবে? যেখানে যেখানে ভোট হচ্ছে সেই সব রাজ্যে যে এসআইআর হচ্ছে সেটাও নয়। তাহলে শুধু বাংলাকে টার্গেট কেন? সংসদের ফ্লোরে দাঁড়িয়েই জবাব দিতে হবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে।

e-mail থেকে চিঠি

চপ দেবেন না, প্লিজ!

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, সবারই দাবি, চলতি অর্থবর্ষের শেষে জিডিপির হার ৭ শতাংশের বেশিই হবে। কারণ, গত জুলাই-সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ। এর মধ্যে কলকারখানায় উৎপাদন বেড়েছে ৯.১ শতাংশ, পরিষেবা ক্ষেত্রে ১০.২ শতাংশ। গত আঠারো মাসে এই বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) এই হার ছিল ৮ শতাংশ। অথচ, আইএমএফ-এর বার্ষিক পর্যালোচনা রিপোর্ট বলছে, ভারতের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট ডেটা বা জাতীয় হিসেব পরিসংখ্যান একেবারে 'সি' গ্রেডের। কারণ হল, অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রকাশ করেছে দিল্লি তা যথেষ্ট নয়। এতে পদ্ধতিগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যার ফলে ঠিকমতো নজরদারি চালানোই সম্ভব হয়নি। মোদ্দা কথায়, হিসেবের তথ্যে খামতি রয়েছে। সন্দেহ নেই, আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে মোদি সরকারের উল্লাসের বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে আইএমএফ। সরকারের সাফল্য দেখাতে মোদিবাহিনীর এমন অপপ্রচার নতুন নয়। এই প্রচারের মূল ভিত্তিই হল জল মিশিয়ে তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা। এই কাজে ধরা পড়ে গেলে বা প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে এলে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মাপকাঠি বা সূচককেই চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের দাবিকে অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রচার চালানো। আবার, তথ্যের মারপ্যাঁচে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার উদাহরণও কম নয়। ক্ষুধাসূচকের কথাই ধরা যাক। বিশ্ব ক্ষুধাসূচক তৈরি হয় অপুষ্টি, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের ওজন নির্দিষ্ট উচ্চতার তুলনায় কম, এই বয়সি শিশুদের উচ্চতা নির্দিষ্ট বয়সের তুলনায় কম এবং শিশু মৃত্যুর হার—এই চার মাপকাঠির ভিত্তিতে। তালিকায় ভারতের স্থান ১০২ জানার পরেই রে রে করে উঠেছে মোদি সরকার। গোটা দুনিয়ায় ক্ষুধাসূচক নির্ণয়ের এই মাপকাঠি স্বীকৃত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা মানতে নারাজ! ফলে অসত্য প্রচার চলছেই। আবার, প্রায় ১৪৫ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে যে জিডিপি'র হার বেশি হবে এবং তার ভিত্তিতেই যে এদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে যেকোনও অর্থনীতিবিদই তা জানেন এবং মানেন। কিন্তু মাথাপিছু আয়ে ভারত যে বিশ্বে ১৩৬তম স্থানে রয়েছে, সেই নির্মম সত্য আড়াল করে কৃত্রিম সাফল্যের ঢাক পেটানো হচ্ছে প্রতিদিন। এতে গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের মুখ পুড়তে পারে। বিদেশি লগ্নিতে প্রভাব পড়তে পারে। ঝুলি থেকে বেড়াল কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে।

— **সুদেষ্ণা অধিকারী, বিজয়গড়, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এ কেমন SIR

যা করতে চায় বর্ডার পার

পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাবৎ প্রাপ্তবয়স্কের দুশ্চিন্তার কারণ একটাই, এসআইআর। বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া কীভাবে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল আর কেনই বা খসড়া ভোটার তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন দু'-দশদিন পিছিয়ে বক্ষ্যমাণ সমস্যার সমাধান হবে না, তা যুক্তিগ্রাহ্যভাব তুলে ধরলেন **দেবাশিস পাঠক**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'জীবিত ও মৃত'-র সেই অমোঘ লাইনটা মনে আছে? বহু প্রচারিত সেই অন্তিম বাক্য?

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।'

জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশনও যেন রবি ঠাকুরের কাদম্বিনী।

সংবাদ মাধ্যমের দুনিয়ায় 'ঝপাস' করে রবিবার দুপুরে একটা শব্দ শোনা গেল। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেকথা জানিয়ে একটি নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করল কমিশন। গত ৪ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল এসআইআর প্রক্রিয়া। এতদিন বলা হচ্ছিল ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং ২০২৬-এর ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। রবিবারের নয়া বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে গোটা প্রক্রিয়াই সাতদিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন ধার্য করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। আর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

কেন এই পিছু হটা? কেন এই তারিখ পিছোনো?

তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকে বলে আসছে, এসআইআর নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু স্বচ্ছ ও জনবান্ধব প্রক্রিয়ার বদলে যেভাবে বিশৃঙ্খলা, পরিকল্পনাহীনতা ও চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে এই এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। নৈতিক, মানবিক ও বাস্তবোচিত কারণেই এই পদ্ধতিতে চলা এসআইআর বন্ধের দাবি তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকে বলে আসছে, দু'বছরের কাজ দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে চাওয়ায় গোটা প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো দেখা যাচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও যথেষ্ট পরিকাঠামো ছাড়া কাজটা শুরু হয়েছে এবং চলছে। শেষ করার জন্য একটা অবাস্তব সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন সংঘী জ্ঞানেশ কুমার অ্যান্ড কোং। ফলে, বিএলও-রা সমস্যায় পড়েছেন। কাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই বিশৃঙ্খলার অনিবার্য ফলপরিণামে অবধারিতভাবে বহু সংখ্যক মানুষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন এবং যে নতুন ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হবে, সেটি ভুলভ্রান্তিতে ঠাসা থাকবে।

এটা যেমন একদিকের অনিবার্যতা অন্যদিকের বাস্তবতা ভয়ানক মর্মান্তিক। বিএলওদের ওপর যে অমানবিক ও অপরিসীম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার পরিণামে ইতিমধ্যে অনেক বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও এমন ঘটনা ঘটেছে। ১৯ দিনে ৬ রাজ্যে ১৬ জন বিএলও-র মৃত্যুর সাক্ষী থেকেছে এই দেশ। কোনও বিশ্রাম ও সুরক্ষা ছাড়া, সাংঘাতিক কাজের চাপের মধ্যে রিঙ্কু তরফদার, নমিতা বিশ্বাস প্রমুখের মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয়। এঁদের প্রাণহানির জন্য দায়ী 'খুনি' জ্ঞানেশ কুমার অ্যান্ড কোং-এর অমানবিক প্রক্রিয়া।

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুটো চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও নির্বাচন কমিশন তার ভ্রান্তিতে অনড় থেকেছে। ফলত মৃত্যুমিছিল দেখা গিয়েছে এ-রাজ্যে।

এর মধ্যে, আরও উদ্বেগজনকভাবে নির্বাচন কমিশন নিজেদেরই ডুপ্লিকেট ভোটার নির্ণায়ক সফটওয়্যার ব্যবহারের পথে না হেঁটে বিষয়টিকে আরও শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভোটার লিস্টে ভুল ধরার কাজটিকে স্বল্প শ্রমে কম সময়ে করার জন্যই এই সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমিশনের অনীহা বেআব্রু করে দিয়েছে এসআইআর-এর আসল উদ্দেশ্য। ভোটার তালিকায় সংশোধন নয়, ভোটার তালিকা থেকে বিজেপির অপছন্দের ভোটারদের বাদ দেওয়ার জন্যই এই প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, তা স্পষ্টতর হয়ে পড়েছে।

জটিলতা আরও বাড়িয়েছে ইন্টারনেট কানেকশন সার্ভারের ত্রুটি এবং নানাবিধ যান্ত্রিক বিভ্রাট। তার ফলে বিএলও-রা ফর্ম আপলোড করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। সাধারণ ভোটাররাও নিজেদের ফর্ম আপলোড করতে পারছেন না। তদুপরি গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রান্তিক অংশের মানুষদের পক্ষে পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অগ্নিপরীক্ষার সমতুল্য হয়ে উঠেছে। আতঙ্কিত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। ফলত, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া সমস্যাকীর্ণ হয়ে উঠেছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো (এনসিআরবি)-র রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে গড়ে রোজ ৩৫ জন আত্মহত্যা করেন। তবে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা ক্রমশ কমছিল। ২০২২-এই তার আগের বছরের তুলনায় ৬৯১ জন কম আত্মঘাতী হন। কিন্তু এইসব আত্মহত্যার কারণ হিসাবে কোনওদিনই ভোটার লিস্টে নাম থাকবে কি না তা নিয়ে আতঙ্ক দেখা যায়নি। এবারই দেখা গেল। এ-রাজ্যে কৃষকের আত্মহত্যা গত কয়েক বছর শূন্য বা প্রায় শূন্য ছিল। কিন্তু এবার ছবি বদলে দিল এসআইআর নামক দানবিক-আচার।

এসআইআর জনিত কারণে প্রথম আত্মঘাতী হয়েছিলেন খড়দহের ভোটার প্রদীপ কর। মুর্শিদাবাদে এখনও অবধি ৯ জন এসআইআর-এর যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিয়েছেন। দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুরে এসআইআর-এর আতঙ্কে বলি কমপক্ষে ১৮ জন। আত্মহত্যা ছাড়াও, ব্রেন স্ট্রোকে বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এসআইআর-এর সৌজন্যে।

এসব বিষয় নিয়ে যখন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাংসদদের প্রতিনিধিদল 'সংঘী' জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে, তখন তাঁদের প্রশ্নের পঞ্চবাণের সামনে কুঁকড়ে যায় কমিশন। ওই পাঁচটি প্রশ্ন ছিল : (১) এসআইআর-এর উদ্দেশ্য যদি ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হয়, তবে বাংলার সঙ্গে অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্যগুলোতে এই প্রক্রিয়া হচ্ছে না কেন? কারণ ওই রাজ্যগুলোও তো বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত লাগোয়া। ফলত, সেখানেও 'ঘুসপেটিয়া' (অমিত শাহের প্রিয় শব্দ) থাকার সম্ভাবনা সমধিক। (২) ২০২৪ সালের ভোটার তালিকা যদি অবৈধ ভোটারে ভর্তি হয়, তবে সেই তালিকা অনুযায়ী ভোটে নির্বাচিত সরকার বৈধ হয় কীভাবে? (৩) যদি না কমিশন বিজেপির সাহায্যকারী সংস্থা হয়, তবে বিজেপি কীভাবে বলছে, এক কোটির বেশি ভোটার চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ যাবে? (৪) বিজেপির তরফে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিযোগে যে কমিশন তৎপর হয়ে ওঠে, সেই কমিশনই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি অভিযোগ তথ্য-প্রমাণ-সহ পেলেও মূকবধির হয়ে থাকে কেন? (৫) বিএলও-দের মৃত্যুর দায় যদি কমিশনের না হয়, তবে কার?

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেনি জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন। উল্টে, তাদের তরফে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নাকি ধরে ধরে দিয়েছেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। আরও বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসের উচিত এই প্রক্রিয়াকে সম্মান জানানো। এর মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের যথার্থতা প্রকাশ পায় বঙ্গ বিজেপির সৌজন্যে। রাজ্য বিজেপি সভাপতির হুমকি-হুঁশিয়ারিতে নড়েচড়ে বসে কমিশন। খসড়া ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এর মধ্যে সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, সিসিটিভি-র ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে কমিশন দেখিয়ে দিক, তারা তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। না পারলে প্রমাণ হয়ে যাবে, কমিশন যা বলছে তা 'মিথ্যা' ও 'বিভ্রান্তিকর'। প্রমাণ হয়ে যাবে, ভোটার তালিকায় সংশোধন নয়, অন্য কোনও বদ মতলবে কমিশন এভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করেছে।

শমীক ভট্টাচার্যের হুমকি-হুঁশিয়ারিতে নড়েচড়ে বসা কমিশন খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে বুঝিয়ে দিল, যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে তা স্বচ্ছ নয়। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে প্রকাশিত ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না।

কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই। এক সপ্তাহ তারিখ পিছোলেই ভুলে ভরা এই এসআইআর প্রক্রিয়া নির্ভুল হয়ে যাবে না। তাই, এটি বন্ধ করা দরকার। নইলে বহু মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবেন। বিজেপি অবশ্য সেটাই চায়। সেটা আমরা জানি। কিন্তু এখন জানতে চাইছি, নির্বাচন কমিশন কী চায়? বিজেপির উনুনে আঁচ দিয়ে তাদের রাজনৈতিক দুধে জ্বাল দিতে, নাকি ভেজাল ছাড়া দুধ (পড়ুন 'ভোটাধিকার') পরিবেশন করতে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথদুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যু। ঘাতক বাইকে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বসিরহাটের বাদুড়িয়ার তেঘরিয়া ঘটনা

জমির প্রকৃতি ও সীমা নির্ধারণে সমীক্ষা শুরু

হিন্দমোটরে ৩৫৫ একর জমি শিল্পোপযোগী করতে উদ্যোগ

প্রতিবেদন : ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে প্রস্তাবিত শিল্প সম্মেলন। সেই সম্মেলনকে সামনে রেখে হুগলির হিন্দমোটর এলাকায় প্রায় ৩৫৫ একর বিস্তীর্ণ এলাকাকে শিল্পের উপযোগী করে তুলতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শিল্প ব্যবহারের জন্য জমি প্রস্তুতের সরকারি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করে দিল রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম।

এই সমীক্ষায় জমির প্রকৃতি, উচ্চতা, প্রাকৃতিক সীমানা থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সমীক্ষার অংশ হিসেবে মৌজা মানচিত্রের উপর সমীক্ষা তথ্য বসানো, স্পট লেভেল মাপ, কন্টুর লাইন প্রস্তুত এবং ডি-জিপিএস ভিত্তিক রেফারেন্স পিলার বসানো হবে। জমি ভাগ করে শিল্প প্লট তৈরির আগে নির্ভুলভাবে জমির চরিত্র

নির্ধারণ ও বিরোধ এড়াতে এই প্রযুক্তিগত ভিত্তি অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই প্রকল্প অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা, জলনিকাশি পথ, সীমানা-সহ প্রতিটি বাস্তব বৈশিষ্ট্য খতিয়ে দেখবে সমীক্ষা দল।

হিন্দ মোটর এলাকার আশপাশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর অবস্থানও সমীক্ষায় তুলে ধরা হবে। নিকটতম রেলস্টেশন, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, রাজ্য ও জাতীয় সড়কের দূরত্ব, পরিবহণ সুবিধা এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা সবই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হবে। পরে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার সময় এই তথ্যই জমি ব্যবহারের চূড়ান্ত নকশা নির্ধারণে সাহায্য করবে। হিন্দমোটর অঞ্চলটি কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অন্তর্গত। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং হিন্দমোটর রেলওয়ে স্টেশনের সঙ্গে সহজ সংযোগ থাকার কারণে এলাকায় হালকা ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে বলে মনে করছে দফতর। প্রকল্প ম্যানডেট অনুযায়ী সরেজমিন পরিদর্শনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যাতে জমির বাস্তব অবস্থা যাচাই করে তবেই চূড়ান্ত নকশা জমা দিতে পারে সমীক্ষক দল। পরিকল্পনা, মানচিত্রায়ন ও প্লট বিভাজন সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতের শিল্প সম্প্রসারণে হিন্দমোটর এলাকার এই বিস্তীর্ণ জমি গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র হতে চলেছে।

■ বিজেপি সরকারের জনবিরোধী এসআইআর, বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার-সহ বিভিন্ন ঘৃণ্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে খড়দহ বন্দিপুর-পাতুলিয়া পঞ্চায়েত অঞ্চলে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দমদম বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, মহিলা নেত্রী সোনালি সিংহরায়, সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলি পুরকাইত-সহ নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা।

■ বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে বিধাননগরের ২৯ নং ওয়ার্ডের বাংলার ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ।

আট বছরে তৃতীয় শীতলতম নভেম্বর

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড়ের জেরে শীত খানিকটা বাধাপ্রাপ্ত হলেও বিগত আট বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় শীতলতম নভেম্বর পেল রাজ্যবাসী। যদিও ডিসেম্বরের শুরু থেকেই কাঁপিয়ে ঠান্ডা পড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ২৫ ও ২৭ নভেম্বর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি। হাওয়া অফিসের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭ সালের নভেম্বরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২০ সালে যা নামে ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর মাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এই বছর গত মঙ্গলবার তাপমাত্রা নেমেছে ১৬.৪ ডিগ্রিতে। তবে এরপর কতটা হাড় কাঁপানো শীত পড়বে তা এখনই বলতে পারছে না হাওয়া অফিস। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, ডিসেম্বরের ৪ তারিখের পর থেকেই পারদ নামতে শুরু করবে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। সোমবার থেকে টানা তিনদিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও ওঠানামা হবে না। এই ক'দিন আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। কোথাও কোনও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে উত্তরের জেলায় তাপমাত্রা বেশ খানিকটা নেমেছে। যদিও উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলগুলি ঢাকবে ঘন কুয়াশার চাদরে। ফলে কমবে শীতের আমেজ। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভোরবেলা ও রাতের দিকে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা যাবে।

সায়নী ও বাপির নেতৃত্বে মহামিছিল

সংবাদদাতা, বারুইপুর : বাংলার উপর লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, বাঙালিকে অসম্মান ও সাম্প্রদায়িক বিজেপির উসকানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে। রবিবার বিকেলে এই মিছিল শুরু হয় গয়ালবেরিয়া হাট থেকে। বাংলার বিরুদ্ধে যেমন কোনও বঞ্চনা মেনে নেওয়া হবে না তেমনই, এসআইআরের নামে একটিও সঠিক ভোটারের নাম

■ বারুইপুরে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। রবিবার।

বাদ দেওয়া চলবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিনের মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ বাপি হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যাদবপুর ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, আইএনটিটিইউসি'র নেতা শক্তিপদ মণ্ডল সহ বিশিষ্টরা। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দারের উদ্যোগে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

■ বনগাঁর গাইঘাটা ও বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার বিইআরএস, পিইআরএস ও ডব্লুইআরএসদেরকে নিয়ে বিশেষ কর্মশালা হল রবিবার। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস-সহ অন্যরা।

■ হাবড়া বিধানসভার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা-সহ অন্যরা।

চাকরির নামে প্রতারণা, ধৃত ১

সংবাদদাতা, বসিরহাট : জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলতে হবে বলে সাফ নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থান-কাল-পাত্র না দেখে অন্যায় হলেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। এবার সেই মতোই মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশে চাকরি করে দেওয়ার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল বসিরহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম গণেশ বাছার (৩০)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতিপাড়ায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গণেশ পুলিশের চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতারণা করেছেন। এই অভিযোগ পেয়েই বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমানের নির্দেশে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

কমিশনের ব্যাখ্যা

প্রতিবেদন : এসআইআরের কাজে নবনিযুক্ত রোল অবজার্ভারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিল। কমিশনে জানিয়েছে, রোল অবজার্ভাররা কোনওভাবেই নির্দেশ দিতে পারবেন না। তাঁদের কাজ কেবলমাত্র পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা এবং যা কিছু নজরে পড়বে তা ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট আকারে জানানো। রোল অবজার্ভাররা প্রতিদিন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলবেন, এনুমারেশন ফর্ম ঠিকভাবে পূরণ হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখবেন।

■ অশোকনগর বিধানসভার বেড়াবেড়ি অঞ্চলে এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রে স্থানীয় বিধায়ক তথা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ অন্যরা।

রাজ্য
1 December 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদরোগে আক্রান্ত বিএলও পিংলায় অসুস্থ এইআরও

কাজের চাপে যোগীরাজ্যে আত্মঘাতী বিএলও

প্রতিবেদন : এসআইআরে অমানুষিক কাজের চাপে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। শুধু বাংলা নয়, এবার এসআইআর-চাপে খোদ যোগীরাজ্যে আত্মঘাতী এক বিএলও! সুইসাইড নোট লিখে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন মুরাদাবাদের শিক্ষক। আবার, এসআইআর-এর পাহাড়প্রমাণ চাপে সইতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হিঙ্গলগঞ্জের এক বিএলও। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলাতেও এসআইআর-চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এক এইআরও। ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত এআইআরওকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

■ অসুস্থ পিংলার এইআরও বিবেকানন্দ পাল। পাশে অসুস্থ বসিরহাটের বিএলও শঙ্কর সিং।

এসআইআর-এর চাপে অসুস্থতা থেকে মৃত্যু চলছেই। সাধারণ মানুষ থেকে বিএলও— ছাড় পাচ্ছেন না কেউই। শনিবার রাতে অতিরিক্ত চাপে নাজেহাল হয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন উত্তরপ্রদেশের বিএলও সর্বেশ সিং (৪৫)। মৃত বিএলও-র পকেট থেকে উদ্ধার হওয়া ৩ পাতার সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, 'বাঁচতে চাই, কিন্তু উপায় নাই!' পরিবারের দাবি, এসআইআরের কাজ নিয়ে প্রচণ্ড চাপে কয়েকদিন ধরেই মনমরা দেখাচ্ছিল তাঁকে। তারপরই এই চরম সিদ্ধান্ত!

অন্যদিকে, বাংলাতেও কাজের চাপে ফের গুরুতর অসুস্থ এক বিএলও। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন বসিরহাটের বিএলও শঙ্কর সিং। পরিবারের দাবি, কয়েকদিন ধরেই এসআইআরে অত্যাধিক কাজ নিয়ে যথেষ্ট চাপে ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৯ নং বুথের বিএলও শঙ্কর সিং। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে কাজের চাপে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। শুক্রবার রাতে কাজ করতে করতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আবার পিংলায় কাজের চাপে এবার অসুস্থ এইআরও। রবিবার সকালে চণ্ডীপুরের হাঁসচড়ার বাড়িতে শৌচাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান পিংলা-১ ব্লকের যুব কল্যাণ দফতরের আধিকারিক বিবেকানন্দ পাল (৪৫)। বর্তমানে তিনি ওই ব্লকের এইআরও। তাঁর অধীনে এসআইআর-এর কাজ করছেন ৩ সুপারভাইজার-সহ প্রায় ৩৫ বিএলও। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ বিবেকানন্দবাবুকে রবিবার অচৈতন্য অবস্থায় তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

উপকূল রক্ষায় রাজ্যের নয়া উদ্যোগ

দিঘায় এবার অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কাজ শুরু

প্রতিবেদন : দিঘা উপকূলকে আবর্জনা মুক্ত করতে উদ্যোগী হল রাজ্য। সেই লক্ষ্যে দিঘায় তৈরি করা হচ্ছে অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। সমুদ্র ও সৈকত থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য দিঘা-শঙ্করপুর পর্যটন করিডরে একটি আধুনিক ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি বা এমআরএফ চালুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা ডিএসডিএ জানিয়েছে, তিন বছরের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে এই মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে।

পর্যটনের মরশুমে দিঘায় প্রায় ৩০ টন মিশ্র বর্জ্য তৈরি হয়। হোটেল, খাবারের দোকান, বাজার এবং সারা বছর পর্যটকদের ভিড়ে এই আবর্জনার চাপ আরও বাড়ে। নতুন এমআরএফ চালু হলে উপকূলের সৈকত ও আবাসিক এলাকায় বর্জ্য জমে থাকাও রোধ করা যাবে। নিয়মিত বর্জ্য বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ডিএসডিএ জানিয়েছে, ১.৯৪ একর জমির উপর থাকা এই কেন্দ্রে এমআরএফ শেড, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অফিস ব্লক এবং ৫০ এমটি ওয়েব্রিজ থাকবে। সংগৃহীত সমস্ত বর্জ্য সরাসরি এই কেন্দ্রে পাঠানো হবে। নির্বাচিত সংস্থাকে পুরো কেন্দ্রটি ২৪ ঘণ্টা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য পাঠাতে হবে অনুমোদিত রিসাইক্লিং ইউনিটে, আর দাহ্য বর্জ্য পাঠানো হবে সিমেন্ট কারখানা বা ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টে।

ডিএসডিএ জানিয়েছে, বর্জ্য আনা-নেওয়া ও প্রক্রিয়াকরণের রিয়েল-টাইম নজরদারির জন্য তৈরি করতে হবে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ। সর্বাধিক পুনর্ব্যবহার ও পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত ম্যাটেরিয়াল ব্যালান্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। বর্জ্যের মধ্যে কোনও বিপজ্জনক বা বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য পাওয়া গেলে তা আলাদা করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুমোদিত কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। এমআরএফ পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ, জনবল, বর্জ্য পরিবহণ, পরিবেশ অনুমোদন—সমস্ত কার্যক্রমের খরচ বহন করতে হবে নির্বাচিত সংস্থাকেই। প্রকল্পের জন্য দখলমুক্ত জমি, জল সরবরাহ ও সংযোগ রাস্তা-সহ সবরকম লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হবে। তবে জমি কোনওভাবেই সংস্থার নামে লিজ করা হবে না, শুধু প্রকল্পের মেয়াদকালেই ব্যবহার করা যাবে। উপকূল রক্ষায় রাজ্যের এই উদ্যোগ, পর্যটন করিডরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুরক্ষায় নতুন দিশা দেখাবে।

সিপিএম হার্মাদের বাড়িতে মিলল কঙ্কাল

সংবাদদাতা, অশোকনগর : সিপিএমের এককালীন হার্মাদ বিজন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মাটি খুঁড়তেই বেরল কঙ্কাল। এই ঘটনায় রবিবার চাঞ্চল্য ছড়াল অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কল্যাণগড় স্বামীজি সংঘ পাড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ির তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে বেরিয়ে আসে দুটি মাথার খুলি ও কিছু হাড়গোড়। ঘটনার তদন্তের জন্য আপাতত কাজ বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বিধায়ক তথা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, ওই বাড়ির মালিক বিজন মুখোপাধ্যায়। সিপিএমের হার্মাদ বিজন মুখোপাধ্যায় বর্তমানে মৃত। তাঁর বেডরুমের নিচের মাটি খুঁড়ে ওই দুটি কঙ্কাল মিলেছে। বিধায়কের দাবি, ওই বাড়ির আনাচে কানাচে আরও কঙ্কাল পাওয়া যেতে পারে। সভাধিপতির কথায়, সেই সময় বহু কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। হয়তো এই কঙ্কাল তাদেরই। সেই কারণে এর যথাযথ তদন্তের দাবি করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণগড় এলাকার বাসিন্দা বিজন মুখোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাবার পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করবেন বলে এদিন ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিকদের দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন। আর সেই মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে মানুষের মাথার দুটি খুলি এবং বেশ কিছু হাড়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও হাবড়া, সিআই হাবড়া, এবং অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই মুহূর্তে বন্ধ রাখা হয়েছে মাটি খোঁড়ার কাজ, ঘিরে রাখা হয়েছে গোটা বাড়ি।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত ১

সংবাদদাতা, জীবনতলা: খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে এক বারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ। জীবনতলার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই ঘটনায়। অভিযোগ স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। পেশায় ইঞ্জিন ভ্যানচালক ওই যুবকের নাম কওশাদ। সূত্রের খবর, কাজের জন্য প্রতিদিন ওই নাবালিকার বাড়ির লোকজন প্রায় রোজই কলকাতায় যাতায়াত করতেন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত ওই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার দিন বাড়ির লোক এসে পড়লে কুকীর্তি দেখতে পেয়ে ওই যুবককে ধরে ফেলেন তাঁরা। তারপর তাকে তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশের হাতে। ঘুঁটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। নির্যাতিতা নাবালিকা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

■ বারাকপুর ২ নং ব্লকের ভাবাগাছিতে ত্রিমোহিনী খালের সংস্কারকাজের উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে-সহ অন্যরা।

■ পরিবহণ দফতরের সহযোগিতায় এবং রাজ্য আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ই-রিকশা ইউনিয়নের সদস্যদের হাতে ই-রিকশার নম্বরপ্লেট দেওয়া হল রবিবার।

■ বারাসত সাংগঠনিক জেলার এসসি ও ওবিসি সেলের সভাপতি পদে এসেছেন অসিত হালদার। তৃণমূল ভবনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ড. তাপস মণ্ডলের সঙ্গে বৈঠক করেন অসিত হালদার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভোলানাথ বিশ্বাস, সমীর দাস-সহ নেতৃত্ব। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল আয়োজনের নির্দেশও দেন রাজ্য সভাপতি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

1 December, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

কালচিনির চা-বাগানের ঝোপ থেকে উদ্ধার লেপার্ড ক্যাটের শাবক

প্রস্তুতি বৈঠক

■ কোচবিহারে যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী কাল, ১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ব্লক সভাপতিদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এর পাশাপাশি, ২ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় রবীন্দ্রভবনে জেলার বৃহত্তর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হবে। জেলার নেতৃত্ব এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

বাম ছেড়ে তৃণমূলে

■ বাম শিবিরে বড়সড় ভাঙন। রবিবার জলপাইগুড়িতে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ২০০ জন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন। যোগদানকারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে বলেন, সিপিএমে থেকে কোনওভাবেই উন্নয়নে শামিল হওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতেই যোগদান।

মটার শেল উদ্ধার

■ ফের তিস্তা নদীর চরে উদ্ধার মর্টার শেল। রবিবার স্থানীয়রা দেখে খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে দেয়। প্রায় দুই বছর আগে তিস্তায় ভয়াবহ বন্যায় সিকিমের সেনা ছাউনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সময় তিস্তা নদীতে বহু সামরিক সামগ্রী ভেসে গিয়েছিল বলে জানা যায়। ফের মর্টার শেল উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ডুকপা উৎসব

■ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে, আদিবাসী শ্রেণি কল্যাণ দফতরের সহায়তায় গত বছর থেকে চালু হয়েছে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল। তিনদিনের এই সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হয় ২৮ নভেম্বর আর সমাপ্তি হয় ৩০ নভেম্বর। দ্বিতীয় বছরের এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি ভুটান এবং নেপাল থেকেও এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন পর্যটকরা। ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠানের শেষ দিন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার পদ্মশ্রী বাইচুং ভুটিয়া যোগ দেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে।

মালগাড়ির ধাক্কায় ২ হাতির মৃত্যু, গাফিলতিতে প্রশ্ন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: নিষেধাজ্ঞার পরেও বেপরোয়া গতি। ফের মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুটি হাতির। রবিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। ঠিক কী ঘটেছিল? এদিন পাঁচটি হাতির একটি দল ভোটপাড়া এলাকায় ঢুকে পড়ে। হাতির দলটি রেললাইন পার হওয়ার সময়ই দ্রুত গতিতে আসা মালগাড়িটি একটি হাতিকে পিষে দেয়, আর একটি ছিটকে পড়ে রেললাইনের পাড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় ছটফট করতে থাকে হাতি দু'টি। অন্য হাতিগুলি তখন রেললাইনের পাশেই ছিল। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন বনকর্মীরা। আহত হাতিটিকে উদ্ধার করে

চিকিৎসার জন্য পাঠান। কিন্তু কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ওই আহত হাতিটিরও মৃত্যু হয়। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু নিয়ে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন। হাতি করিডরগুলিতে হাতির গতিবিধি স্থির করতে রেলের তরফে অ্যালার্ম লাগানো হয়েছিল। হাতি রেললাইনে এলে এবং ওই সময় ট্রেন ঢুকলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। কোথায় সেই অ্যালার্ম? কেন হাতির করিডর জেনেও মালগাড়ির গতি বেশি ছিল? বন্যপ্রাণী থেকে মানুষ, সকলের প্রাণ নিয়ে খেলছে রেল। এমনই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পশুপ্রেমীরা। উল্লেখ্য, এর আগেও একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায়। মাসদুয়েক আগেই জঙ্গললাগোয়া রেললাইনে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঠেকাতে বিশেষ অ্যালার্ম লাগানো হয়। কিন্তু ওই অ্যালার্ম বেশিরভাগ কাজই করে না বলে অভিযোগ। বন দফতরের তরফে এ-বিষয়ে জানানোর পরেও রেলের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

চার জেলার ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন নেতৃত্ব

প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হবে বিএলএ২ নির্দেশ উদয়নের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: সাধারণ মানুষের যেন কোনওরকম সমস্যা না হয়। প্রত্যেকের ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিএলএ-২ দায়িত্বে কোনওরকম গাফিলতি থাকলে দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। রবিবার আলিপুরদুয়ারের একাধিক শিবির পরিদর্শন করে এমনই বার্তা দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন তিনি আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনদিনের সফর শুরু করেছেন বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে। তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ ভোটারদের যথাযথ ফর্ম পূরণ এবং বিএলওদের মাধ্যমে সেই ফর্ম সঠিকভাবে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, আমরা নিশ্চিত করব যে ১০০% ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সোমবার কালচিনি এবং আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে মন্ত্রীর এই পরিদর্শন কর্মসূচি থাকছে।

■ রবিবার নকশালবাড়ির ভোট রক্ষা শিবিরের কাজ খতিয়ে দেখেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে-সহ নেতৃত্ব।

বিশেষ বৈঠক সামিরুলের

সংবাদদাতা,মালদহ: ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মালদহের তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সাজালেন বিশেষ কর্মপরিকল্পনা। ইংলিশবাজার ও পুরাতন মালদহ দুই পুরসভার সংগঠন নেতৃত্বকে নিয়ে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। ছিলেন আবদুর রহিম বক্সি, চৈতালি ঘোষ সরকার, প্রসেনজিৎ দাস, শুভদীপ সান্যাল প্রমুখ।

চক্রান্তের শিকার হবেন না: দিলীপ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি নানাভাবে চক্রান্ত করছে মানুষকে বিপদে ফেলার। কেউ চক্রান্তের শিকার হবেন না। সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করুন। রবিবার কোচবিহারের ভোট রক্ষা শিবির ঘুরে এমনই বার্তা দিলেন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এসআইআরের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল সিতাই ও শীতলকুচি বিধানসভায় বিএলএদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দিলীপ মণ্ডল বলেন, সিতাই ও শীতলকুচি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-২ দের সতর্ক করা হয়েছে যাতে কোনওভাবেই কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়। কোচবিহারের সার্কিট হাউসে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সংবর্ধনা জানান দিলীপ মণ্ডলকে।

কতটা কাজ এগিয়েছে দেখলেন প্রসুন

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভা এলাকার বংশিহারীতে বিএলএ২ দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন তৃণমূল নেতা প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এই বৈঠকে প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ও বংশিহারী ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলার এসআইআর ভোট রক্ষা শিবির খোলা হয়েছে সকল জেলাগুলিতেই। সেই শিবিরে তৃণমূলের নেতৃত্ব থেকে কর্মী সকলেই ভোটারদের নথি যাচাই করে ফর্ম পূরণে সহায়তা করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ওয়ার রুম ও বাংলার ভোট রক্ষা শিবির গুলি পরিদর্শন করছেন তৃণমূল নেতা প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বাংলা
1 December, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাদুকর পিসি সরকার-কন্যার বিয়ে

চলছে মৌবনীর গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানপর্ব। রবিবার সকালে।

সৌম্য রায়ের সঙ্গে চারহাত এক হল মৌবনীর।

মুর্শিদাবাদের দুই এসআইআর কর্মিসভায় ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্পষ্ট করলেন ঋতব্রত

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা এবং হরিহরপাড়ায় এসআইআর নিয়ে কর্মিসভার আয়োজন করা হয়। দু'জায়গাতেই মূল বক্তা ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন ঋতব্রত। তাঁর উপস্থিতি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। ঋতব্রত তাঁর ভাষণে বলেন, এখনই সময় সংগঠনকে তৃণমূলস্তরে আরও শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর। স্থানীয় স্তরে কাজ যত বেশি গতিশীল হবে, মানুষের বিশ্বাস ততটাই দৃঢ় হবে। তিনি কর্মীদের সংগঠনের প্রসার বৃদ্ধি, গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ মজবুত করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা দ্রুত শনাক্ত ও সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত কর্মসূচি ও জনসংযোগ বজায় রাখতে বললেন। সভায় এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ নাগরিক জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় উঠে আসে। কর্মী ও নেতৃত্বরা মিলিতভাবে এসব সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান ও এসআইআর-এর ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

হরিহরপাড়ায় এসআইআর নিয়ে জমজমাট কর্মিসভায় বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা

রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় বিভিন্ন জেলা থেকে ধৃত বহু প্রশ্ন-প্রতারক

নদিয়া ও বর্ধমানে প্রশ্নপত্র প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্তদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ব্যুরো রিপোর্ট : পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রতারণা ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভিন্ন জেলা থেকে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বলে পরীক্ষার্থীদের ঠকানোর চেষ্টা করায় প্রতারণা চক্রের ১০ জনকে গ্রেফতার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে প্রশ্নপত্র প্রতারণা চক্রের তিন পান্ডা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস করে নৈহাটি থেকে বর্ধমান আসছে। এরপরই বর্ধমান থানার পুলিশ জিআরপি বর্ধমান থানাকে নিয়ে বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার সহযোগিতায় বর্ধমান স্টেশনে অভিযান চালায়। রবিবার ভোর ৪-৫৫য় পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশনে ঢুকলে পুলিশ তিনজনকে ধরে। তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার হয়। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই বর্ধমান থানার পুলিশ বুদবুদ থানাকে সঙ্গে নিয়ে বুদবুদের কলমডাঙায় অভিযান চালিয়ে আরও সাতজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন পরীক্ষার্থীও আছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত সুরজিৎ অধিকারী, সঞ্জু সরকার ও কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ওরফে গুল্লু-র বাড়ি নদিয়ার চাকদায়। কৌশিক ঘোষ ও রাকেশ ঘোষের বাড়ি শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরে। সুজিত প্রামাণিকের বাড়ি মালদার বামনগোলায়, দিব্যেন্দু মাহাতো, রাধাকান্ত কর্মকার, করুণাময় মাহাতো ও অভিষেক মাহাতোর বাড়ি পুরুলিয়ার তামনা ও বড়বাজারে।

পরীক্ষা চলাকালীন পলাশি ও তেহট্টের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোবাইল-সহ আটক হল ছ'জন। তেহট্টের জিৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই, তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে এক এবং বেতাই উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে আরও একজনকে মোবাইল সহ পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় ধরা হয়।

টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রতারণার তালে ছিল কয়েকজন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা মোহনা ও নিউ দিঘা থানার পুলিশ নিউ দিঘার একটি হোটেল থেকে গোটা চক্রের মূল দুই মাথা-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা কলকাতার কসবার আর পার্থসারথি, ট্যাংরা থানার রাজকুমার সাহা, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার রঞ্জিত মাইতি ও রাজু ভূঁইয়া, কোলাঘাট থানার শ্যামল মাজি, ভদ্রেশ্বরের অমল কুণ্ডু ও দাসপুরের সৌমেন প্রামাণিক। রবিবার ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ওড়িশায় হেনস্থা ৫ বাঙালি শ্রমিককে

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশ আটক করে থানায় দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে। এরপর তাঁদের ভদ্রক জেলার নিউ বাসস্ট্যান্ড কালীমন্দিরের সামনে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। পরে পরিবারের তরফে আধার ও ভোটার কার্ড এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকা পাঠালে পুলিশ ছেড়ে দেয় বলে জানা যাচ্ছে বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে। বীরভূম জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য বলেন, আটক পাঁচজনের নাম আব্দুল আলিম শেখ, আতাউর রহমান শেখ, সেলিম শেখ, মনিরুল ইসলাম ও নুর আলম। এঁরা সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা। ওড়িশায় বিভিন্নরকম কাজের সঙ্গে এঁরা যুক্ত। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা বলার জন্য বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বিজেপি বাংলা-বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে দিতে চাইছে।

ভয়ে সুস্থ হয়েই কাজ শুরু অসুস্থ বিএলওর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : এসআইআর-এর কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভার ১৯ নম্বর বুথের ব্লক লেভেল অফিসার (বিএলও) রমেন্দ্রনাথ রায় (৫৫)। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। কিন্তু কিছুটা সুস্থ হতেই ফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রমেন্দ্রনাথ। আসলে তাঁর আশঙ্কা, সময়ে কাজ শেষ না করলে নির্বাচন কমিশন ওই সব অসুস্থতা হয়তো গ্রাহ্যই করবে না! শোকজও করে দিতে পারে। তাই পুরোপুরি সুস্থ না হয়েই কাজে নেমে পড়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হলে তাঁকে গুসকরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এসআইআর-এ উদয় হওয়া ছেলেকে নিয়ে তুলকালাম

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : এসআইআর নিয়ে জোর নাটক। হঠাৎ মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃদাদপুর গ্রামের ৭০ বছর বয়সি নুরাল শেখের আরও এক পুত্রসন্তানের খবর মিলেছে এসআইআর তালিকার জেরে। আর সেই সদ্য-আবিষ্কৃত ছেলের বয়স প্রায় ৪০। তিন মেয়ে ও দুই ছেলে নুরালের। খবর জানাজানির পরই নুরালের বাড়িতে গৃহবিবাদ চরমে। গ্রামবাসীদের বাঁকা মন্তব্য, ভাগ্যিস ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। নাহলে কুরুক্ষেত্র বাধত। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই বাবু শেখকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোথায় জানেন না তার গর্ভবতী স্ত্রীও।

সম্প্রতি কয়েকটি সূত্র থেকে নুরাল জানতে পারেন, গ্রামেরই বছর চল্লিশের বাবু শেখ নামে একজন তাঁকে বাবা বানিয়ে এসআইআর ফর্ম জমা করেছেন। নুরালের বাড়ির লোকদের শঙ্কা এই ছেলে সম্পত্তির ভাগ দাবি করতে পারে। বৃদ্ধ নুরাল কাউকেই বুঝিয়ে পারছেন না বাবু নামে তাঁর কোনও সন্তান ছিল না, এখনও নেই। কেন বাবু তাঁর নাম উল্লেখ করেছে, তা নিয়ে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

বিএলও সরোজ হালদার বলেন, সাম্প্রতিক ভোটার তালিকায় বাবু শেখের নাম রয়েছে এবং সেই কারণেই তাঁর নামে এসআইআর ফর্ম ইস্যু হয়েছে। নুরাল শেখের অভিযোগ, তাঁকে বাবা বানিয়ে বাবু এসআইআর ফর্ম জমা করেছেন। কিছু গ্রামবাসীর অভিযোগ, বাবু বাংলাদেশের নাগরিক। ভুয়ো ভারতীয় নথি বানিয়ে নিয়েছে। সে বছরের বেশিরভাগ সময় ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে।

নুরাল শেখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনলাইন ট্রেডিং ব্যবসায় বিপুল টাকা ক্ষতি হওয়ায় মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে তমলুকের বাড়িতে আত্মহত্যা করলেন কাকদ্বীপের বাসুদেব দাস (৪২)। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তমলুকে থেকে অনলাইন ট্রেডিং ব্যবসা করতেন

আমার বাংলা

1 December, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

বিজেপিকে মাটিতে মিশিয়ে সমবায়ে তৃণমূলের বড় জয় খেজুরি ও কাঁথিতে

সংবাদদাতা, কাঁথি : বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুই বিধানসভা এলাকায় বিজেপিকে ধরাশায়ী করে জয়ের নিশান ওড়াল তৃণমূল। রবিবার খেজুরি ১ ব্লকের জরারনগর খারড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সবক'টি আসনেই জয়ী হয় তৃণমূল। অন্যদিকে কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের পাইকবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির এসএইচজি গ্রুপের ডিরেক্টর নির্বাচনেও জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী। রবিবার এই দুই নির্বাচনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবুজ আবির মেখে আনন্দে মাতেন নেতা-কর্মীরা। খেজুরির জরারনগরে কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর মেয়াদ কয়েক মাস আগে শেষ হয়। নির্বাচন ঘোষণা হলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয় বিজেপি। এই সমবায়ের মোট ১৪টি আসনে মনোনয়ন পর্বে দুটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূলের দুই প্রার্থী। রবিবার সকালে খেজুরির সুভাষপল্লি কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভবনে ভোট হয়। বাকি ১২টি আসনেও বিপুল ভোটে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। এখানে প্রার্থী ছিলেন জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বিমানকুমার নায়কও। জয়ীদের অভিনন্দন জানান জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালাউদ্দিন, খেজুরি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নমিতা নায়ক, হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুদর্শন রাউত-সহ অন্যরা। তাঁরা জানান, হার হবে বুঝতে পেরেই বিজেপি এই সমবায়ের ভোট আটকাতে চেয়েছিল। মানুষ সবসময় তৃণমূলের উন্নয়নের পাশে রয়েছে। অন্যদিকে, পাইকবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির এসএইচজি গ্রুপের ডিরেক্টর নির্বাচনেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি ও নির্দল প্রার্থী ছিলেন। ১টি আসনের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শেষে ৭৬ ভোটে বিরোধীদের পরাস্ত করে ডিরেক্টর নির্বাচিত হন তৃণমূলের সুমারানি জানা। জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা বলেন, মানুষ বরাবর তৃণমূলের পাশে রয়েছে তা ফের প্রমাণ হল।

খেজুরির সমবায়ে জয়ের পর উল্লসিত তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ডানদিকে, কাঁথির সমবায়ে জয়লাভের পর আবির খেলে উচ্ছ্বাস কর্মী-সমর্থকদের।

পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন বিধানসভায় এসআইআর-এর কাজের তদারকি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

দাঁতনে বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে উপস্থিত মন্ত্রী মলয় ঘটক। সঙ্গে ছিলেন দাঁতন ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতেকার আলি ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা প্রমুখ।

পাঁচ টাকার মল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন দিশারী সংঘের মাঠে রবিবার দুপুরে প্রান্তিক মানুষের জন্য বসল 'পাঁচ টাকার শপিং মল'। বেনাচিতি স্বপ্নপূরণ এই একদিনের শপিং মলটি সাজায় অত্যাধুনিক শোরুমের আদলে। যেখানে শিশু থেকে সকল বয়সি মানুষের জন্য পোশাক, জুতো ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী মাত্র পাঁচ টাকায় বিক্রি হল। আয়োজকদের উদ্দেশ্য, দান নয়, সম্মান দিয়ে পছন্দ করে ক্রয়ের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

সাহিত্য উৎসব

প্রতিবেদন : ছোট পত্রপত্রিকার কবি ও লেখকদের সংগঠন লিটল ম্যাগাজিন ফোরামের উদ্যোগে দুদিনের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাহিত্য উৎসব হয়ে গেল পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে। সূচনা করেন পবিত্র সরকার, পান্নালাল মল্লিক, বাপি চক্রবর্তী, সভাপতি কমল দে শিকদার, সম্পাদক পিনাকী বসু প্রমুখ। কয়েকশো নামী ও তরুণ কবি-সহ লেখক, অধ্যাপক, গবেষক এবং শিক্ষাবিদের যোগদানে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই উৎসব।

বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব নন্দীগ্রামের ১১টি পরিবার তৃণমূলে

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : দুর্নীতিতে জড়িত বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রবিবার তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিল নন্দীগ্রামের ১১টি পরিবার। জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। আর সেই পঞ্চায়েতেরই প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি ছেড়ে রবিবার তৃণমূলে যোগ দিল এই ১১ পরিবারের প্রায় ২০০ সদস্য। এদিন গোকুলনগর অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির সদস্যরা। এক যোগদানকারী জানান, বিজেপি স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চেয়েছিল। কিন্তু তারাই এখন দুর্নীতিতে যুক্ত। তাই আমরা তৃণমূলে যোগ দিলাম। সুজিত রায় বলেন, যত দিন যাচ্ছে, মানুষ বিজেপির স্বরূপ বুঝতে পারছে। তাই ওদের সঙ্গে কেউ থাকতে চান না। আগামী দিনে বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে।

অপরিকল্পিত এসআইআর ও বাংলার মনীষীদের প্রতি বিজেপির কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে খড়্গপুর ১ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মহামিছিলে উপস্থিত খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়, রাজ্য নেতৃত্ব প্রদ্যুৎ ঘোষ, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

জগন্নাথধামে এবার চালু হল বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

ভক্তি ও শান্তির মেলবন্ধনে দিঘার জগন্নাথধাম বর্তমানে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকে জগন্নাথধাম দর্শনে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন বালুভূমির তীর্থক্ষেত্রে। সেখানেই এবার চালু হয়ে গেল বসে ভোগ খাওয়ার নয়া ব্যবস্থা। নতুন বছরের আগে ধর্মপ্রেমী মানুষের জন্য এটি বাড়তি উপহার বলে মনে করছেন অনেকেই। এতদিন জগন্নাথধামে ভক্তদের শুকনো প্রসাদ কিনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দুপুরের মহাপ্রসাদের জন্য বুকিং করতে হত আগে থেকে। তবে সেই মহাপ্রসাদও মন্দিরে বসে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। রবিবার থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে ভক্তদের জন্য মন্দিরেই বসে মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হল। জানা গিয়েছে, একেবারে আধ্যাত্মিক পরিবেশে মন্দিরের সামনে বসে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের ৯০৫৯০৫২৫৫০ নম্বরে সকালের মধ্যেই বুকিং করতে হবে। সকালের প্রাতরাশের জন্য আগের দিন রাতের মধ্যে বুকিং করতে হবে। এছাড়াও সন্ধ্যায় মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য সেদিন বিকেলের মধ্যেই বুকিং করতে হবে। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজের তালিকায় থাকছে মোট আট রকমের পদ। সেখানে পোলাও, খিচুড়ি, সাদা ভাত-সহ থাকছে বিভিন্ন রকমের সবজি ও মিষ্টি। রবিবার প্রথম দিন ৫৬ জন এই ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে থেকে গিফট শপের সামনেই ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একসঙ্গে ২০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। সেজন্য মোট ৫০টি টেবিলের ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যান্য বছর ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পর্যটকে পূর্ণ থাকে দিঘা। তবে জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকেই দিঘার আকর্ষণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই চলতি ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে যে অন্যান্য বছরের তুলনায় বাড়তি ভিড় জমবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ভক্তদের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ আধ্যাত্মিক পরিবেশে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেনল। জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, এবার থেকে মন্দিরের ভিতরেই আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রভু জগন্নাথের ভোগ গ্রহণ করতে পারবেন ভক্তেরা। চাহিদামতো আগামী দিনে এই পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হবে।

১০
১ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

1 December, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির এসআইআর-চক্রান্তের প্রতিবাদে মহিষাদলের সভায় মন্ত্রী

পাগলাগারদে স্থান হবে গদ্দারের

সংবাদদাতা, মহিষাদল : সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে বিজেপির বঙ্গজয়ের স্বপ্ন ব্যর্থ করে পূর্ব মেদিনীপুরকে বিজেপিশূন্য করার ডাক দিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। রবিবার বিকেলে মহিষাদলে বিজেপির এসআইআর-চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা করা হয়। সেই সভায় মন্ত্রী বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করে বলেন, জেনে রাখবেন, মানুষ আর ওদের পাশে নেই। আগামী দিনে বিরোধী দলনেতার করুণ অবস্থা দেখবেন। ওঁকে বিজেপির পার্টি অফিসে চা বইতে হবে। না হলে রাঁচির পাগলাগারদে স্থান হবে। মেদিনীপুরের মানুষ হিসেবে আপনাদেরই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভর্তি করতে যেতে হবে রাঁচিতে। বিরোধী দলনেতার চক্রান্ত সামনে এনে মন্ত্রীর দাবি, রাজ্য সরকার মানুষের জন্য যত

মহিষাদলে প্রতিবাদ সভায় বেচারাম মান্না-সহ জেলার নেতারা।

কাজ করছেন ততই বিরোধী দলনেতার গায়ে জ্বালা ধরছে। ওঁর জন্যই ১০০ দিনের কাজের টাকা ২১ সাল থেকে বন্ধ আছে। এই গদ্দারের জন্যই প্রায় ২০ লক্ষ গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা আটকে রেখেন কেন্দ্র। গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নের টাকা, তেষ্টা মেটানোর পানীয় জলের টাকাও এঁরাই আটকেছেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে এসেছেন, এত অল্প সময়ে এসআইআর হয় না। এর ভয়ে এ রাজ্যের ৫৫ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। বিএলও মারা গিয়েছেন, ১৫ জন বিএলও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসব এই গদ্দারদের জন্যেই। তৃণমূলকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মেদিনীপুরের পবিত্র মানুষ এই গদ্দার, বিশ্বাসঘাতককে মেদিনীপুরের মাটিতেই পুঁতে ফেলুন। একটাই রাস্তা, এই জেলার ১৬টি বিধানসভায় তৃণমূলকে জিতিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিন, মেদিনীপুরের মাটি শক্তির ঘাঁটি, মেদিনীপুরের মাটি সত্যের মাটি। মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। এদিন মহিষাদলের রথতলায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি তথা বিধায়ক উত্তম বারিক, বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র ও তিলক চক্রবর্তী, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জেলা নেতারা।

রবিবার বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে এসআইআর বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিএলওদের পাশে থেকে নির্বাচন কমিশনকে এক হাত নিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। তাঁর দাবি, দিনে সার্ভার ডাউন, রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। ২ বছরের কাজ করানো হচ্ছে এক মাসে। ৪১ জন বিএলও মারা গেছেন এই কাজ করতে গিয়ে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে এমন কিছু করতে দেব না যাতে ভোটারদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেয়।

পুরুলিয়ায় ভোটরক্ষা শিবিরে সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত।

জামালপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের দেহ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পুকুর থেকে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য শুভেন্দু মালিকের (৪২) দেহ উদ্ধার ঘিরে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়াল জামালপুর ব্লকের ইটলা গ্রামে। মৃতের বাড়ি বাহাদুরপুর গ্রামে। তিনি পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং পারুল গ্রামের ১১৪ নম্বর বুথের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা তাঁর দেহ পুকুরের জলে ভাসতে দেখেন। পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল একটি বাইক। খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। হঠাৎই পঞ্চায়েত সদস্যের দেহ উদ্ধার হওয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। জানা যায়, শনিবার দুপুরের পর থেকেই শুভেন্দুর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরিচিতেরাও ফোন করলে মোবাইলের সুইচ অফ বলছিল। ঘটনাস্থলে জামালপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহমুদ খান-সহ দলীয় কর্মীরা পৌঁছন। খুন, নাকি অন্য কোনও ঘটনা, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

মৃত শুভেন্দু মালিক।

পুলিশ, ভূমি দফতরের অভিযানে বন্ধ হল বেআইনি বালি উত্তোলন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : অজয় নদে অবৈধভাবে সাকসন মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলনের অভিযোগে যৌথ অভিযান চালাল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ এবং ব্লক ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতর। শনিবার মাঝখারা এলাকার একটি বালির ঘাট পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন একাধিক লরি নদী থেকে বালি তুলে বোঝাই করছে। অভিযোগ, কলকাতা গ্রুপ ওয়ান নামে একটি কোম্পানির চালান ব্যবহার করা হচ্ছিল। নদীতে সাকশন মেশিন-সহ একটি ছোট নৌকা ছিল। পাশেও নৌকা বাঁধা এবং নদীতে পাইপ বিছিয়ে নিচ থেকে মেশিন দিয়ে বালি তোলা হচ্ছিল। এরপরই ব্লক ভূমি ও ভূমিরাজস্ব কর্তারি নির্দেশে মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বালি তোলার জন্য সমস্ত সরঞ্জাম ও সাকশন মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বালিঘাটে অভিযানে পুলিশ, ভূমি দফতর।

এল পিকনিকের মরশুম, প্রস্তুত নৌকাচালকরা

অনির্বাণ কর্মকার • দুর্গাপুর

পশ্চিম বর্ধমানের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকায় জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মাইথন। শীতের সময় এখানে পিকনিক করতে আসেন বহু পর্যটক। কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন ঘুরতে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকেও পর্যটকরা আসেন পিকনিক করতে। শীতের মরশুমে এখানকার প্রাকৃতিক সবুজ মনোরম পরিবেশ মন কেড়ে নেয়। সেই সঙ্গে মা কল্যাণেশ্বরী মন্দির দর্শন থেকে মাইথন জলাধার, নৌকাবিহার অতিরিক্ত আকর্ষণ। আর এই পিকনিক মরশুমের দিকে তাকিয়ে থাকেন এলাকার নৌকাচালক থেকে

মাইথন জলাধারে নদীবিহারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে নৌকা।

ব্যবসায়ী সকলেই। পর্যটকরা নৌকাবিহার করলে অর্থ উপার্জন বাড়ে। তাতে তাঁদের সংসার ভাল চলে। তাই এই এলাকার নৌকাচালকদের এখন চরম ব্যস্ততা। চলছে নৌকা মেরামতি থেকে রঙ করা। নৌকাচালকদের আশা, প্রতি বছরের মতো এ বছরেও পর্যটকদের ভিড় হবে। তাই তাঁরা তাঁদের নৌকা প্রস্তুত রাখছেন এখন থেকেই।

মোবাইল চুরি করতে গিয়ে ধৃত

সংবাদদাতা, আসানসোল : দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত লিথুরিয়া রোড সবজি বাজারে রবিবার সকালে মোবাইল ফোন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক চোর। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারে একটি দোকান থেকে মোবাইল চুরির চেষ্টা করছিল ধৃত। তাকে ধরে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে চোরকে গ্রেফতার করে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।

আজ থেকে শুরু সেবাশ্রয়

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়াও মহেশতলায় আরও ২৪টি সেবাশ্রয় শিবির তৈরি করা হয়েছে। ক্যাম্পগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

ডায়মন্ড হারবারের মানুষের কাছে 'সেবাশ্রয়' মানেই রোগ নিরাময়ের ওয়ানস্টপ সলিউশন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই ডায়মন্ড হারবারবাসীর সুস্বাস্থ্যের জন্য 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্যশিবির চালু করেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে এই শিবির ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭ বিধানসভা এলাকার প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তৃণমূলই ঠিক বলেছিল : চন্দ্রিমা

(প্রথম পাতার পর)

এত অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর করা সম্ভব নয়। এত দ্রুততার সঙ্গে তা করতে গেলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, ভয়, ভীতি তৈরি হতে পারে। ফলে এটা সফল হতে পারে না।

চন্দ্রিমা বলেন, শুরুতেই বলে দেওয়া হল, ৪ নভেম্বর থেকে শুরু, ৪ ডিসেম্বর শেষ করতে হবে। তারপর ৯ তারিখ খসড়া তালিকা প্রকাশ। সব হিয়ারিং শেষ করে, অবজেকশন মিটিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়ে যাবে। আমরা বারবার বলেছিলাম, এটা হয় না, হতে পারে না। যেটা করতে ২ বছর লেগেছিল, সেটা দু'-এক মাসে কীভাবে শেষ হতে পারে? এবার কমিশন পুরো প্রক্রিয়াটাই সাতদিন করে পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করল। তাহলে কী প্রমাণ হল, কমিশন ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিল, তৃণমূল কংগ্রেস যে কথাটা বলেছিল সেটাই সঠিক। আমাদের দলনেত্রী যা বলেছিলেন, আজ কমিশন প্রায় সেটাই মেনে নিল। মনে করেছিল চুপচাপ পাপ ঢাকবে, কিন্তু জেনে রাখুন, আপনাদের হাতজোড় করে মানুষের কাছে মাপ চাইতে হবে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন সময় নিয়ে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তার কোনও জবাব দিতে পারেনি কমিশন। কেন শুধু বাংলা? অসম-সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে এসআইআর কেন নয়? যদি ত্রুটিপূর্ণ তালিকা হয়, তাহলে আগের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছেন, পদত্যাগ করুন। এত মৃত্যুর দায় কে নেবে? বিজেপির তুচ্ছ অভিযোগ প্রাধান্য পাচ্ছে, তৃণমূলের সঠিক অভিযোগ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এখনও কোনও উত্তর নেই।

পার্থ ভৌমিক বলেন, যেকোনও কাজ করতে গেলে তার একটা পরিকল্পনা থাকে। একটা পরিকাঠামো লাগে। এখানে সেটাই তৈরি করা হল না, এসআইআর শুরু করে দেওয়া হল। বিএলওদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাঁদের ঘাড়ে এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এতগুলো মৃত্যু হল? এখন এর দায় কমিশন কেন নেবে না?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এই সপ্তাহে ভারতের বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকছে। কারণ কয়েকশো এয়ারবাস ‘এ৩২০’-ফ্যামিলি বিমানকে একটি বাধ্যতামূলক সফটওয়্যার আপডেটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এর জেরে ৪০০টি বিমানের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা

বিতর্কিত কথা বলে বিপাকে বিজেপির শিক্ষামন্ত্রী, চাপের মুখে পিছু হটলেন

জয়পুর: বেফাঁস ও অসত্য কথা বলা গেরুয়া শিবিরের নেতাদের তরফে নতুন ঘটনা নয়। আগেও বিজেপির বহু নেতা-মন্ত্রী বেফাঁস মন্তব্য করে পিছু হটেছেন। এবারও ব্যতিক্রম হল না। রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী তথা পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী মদন দিলাওয়ার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে ‘শৌর্য দিবস’ হিসেবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্কুলগুলিকে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিভাজন উসকে দেওয়া সেই নির্দেশের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েন তিনি। শেষমেশ পরিস্থিতির চাপে কয়েক ঘণ্টা পর আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন বিজেপি নেতা।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে বিজেপি-সহ দেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। হয়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী ফরমান জারি করেছিলেন যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলকে ওই দিনটিকে ‘শৌর্য দিবস’ হিসেবে পালন করতে হবে। মন্ত্রীর নির্দেশ মেনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নির্দেশে বলা হয়েছিল, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পূর্তিতে আগামী ৬ ডিসেম্বর সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। পড়ুয়া ও কর্মীদের মধ্যে ‘দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সাহসিকতা, সাংস্কৃতিক গর্ব ও জাতীয় ঐক্যের বোধ’ জাগিয়ে তুলতেই এই পদক্ষেপ। কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে রবিবার সকালে ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হল তাঁকে। এর আগেও একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন এই বিজেপি মন্ত্রী। মাদ্রাসা-সহ সমস্ত স্কুলে ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরকে ‘অত্যাচারী শাসক’ বলেছিলেন।

সোনিয়া-রাহুলের নামে এফআইআর

নয়াদিল্লি: গোটা দেশে যখন বিজেপির শাখা সংগঠনের মতো ভূমিকা পালন করছে নির্বাচন কমিশন, যার জেরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, ঠিক তখনই নতুন করে নজর ঘোরানোর চেষ্টায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতিতে ফের প্রকাশ্যে ন্যাশনাল হেরল্ড মামলা। সেই মামলায় এবার সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর নামে এফআইআর দায়ের করল

ন্যাশনাল হেরল্ড মামলা

দিল্লি পুলিশ। গোটা বিষয়টিকে ভয় পেয়ে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তদন্তসাপেক্ষে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর নামে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং সোনিয়া, রাহুল-সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। মামলায় এই নতুন অগ্রগতিতে বিজেপির দুরভিসন্ধিই দেখছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ দাবি করেন, মোদি-শাহর জোড়ি লাগাতার ভয় দেখানো ও রাজনৈতিক প্রতিশোধের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যারা নিজেরা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ভীতিতে থাকে তারাই অন্যকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করে।

আজ থেকে শুরু সংসদের অধিবেশন

এসআইআর বিতর্ক চায় তৃণমূল ও বিরোধীরা, সর্বদল বৈঠকে ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি: বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর নিয়ে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সংঘাতের মধ্যে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক করল কেন্দ্র। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে অধিবেশনের কর্মসূচি নির্ধারণ ও পারস্পরিক মতবিনিময়ে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে বিরোধী দলগুলির তরফে এসআইআর প্রসঙ্গ ওঠে। বিশেষত, পরিকল্পনাহীন এসআইআরের জেরে একাধিক বিএলওর মৃত্যু, ভোটচুরি ও বাংলাকে বঞ্চনার ইস্যুতে সংসদে আলোচনা চায় তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের বৈঠকে দলের তরফে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগেই শাসক-বিরোধী উত্তাপের আঁচ টের পাচ্ছে দিল্লি। একদিকে বিরোধীরা যখন একজোট হয়ে দেশের জ্বলন্ত ইস্যুগুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা চাইছে, তখন তা এড়িয়ে যাওয়ার ফিকির খুঁজছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সরকারের এই মনোভাব শীতকালীন অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকেও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেল। গত অধিবেশনের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল সাংসদদের প্রশ্ন, তবে সংসদে বিরোধীদের গুরুত্ব কোথায়, যদি সংসদ শুধুমাত্র শাসকের কথাতেই চলে? সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে রবিবার

সর্বদল বৈঠক ডাকেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। দেশের ৩৬টি রাজনৈতিক দলের ৫০ জনের বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেন। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদের তরফ থেকে সংসদের অধিবেশনে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। প্রায় প্রতিটি বিরোধী দলই এই বিষয়ে সংসদে আলোচনার দাবি জানান। সেই প্রসঙ্গে কিরেন রিজিজু দাবি করেন, কোনও রাজনৈতিক দলই এসআইআর নিয়ে আলোচনায় সংসদ অচল করার দাবি জানাননি। এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি কিছু রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। নিজের এই বক্তব্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কার্যত এমন ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন যে এসআইআর নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে আলোচনা নাও হতে পারে। আর সেখানেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, আগের অধিবেশনগুলিতে তৃণমূলের তরফে এসআইআর, মনরেগা নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়। কিন্তু সেই আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি। স্পিকার জানিয়েছিলেন সরকারপক্ষ চায়নি, তাই আলোচনা হয়নি। যদি সংসদ শুধু সরকারপক্ষের ইশারায় কাজ করে, তবে বিরোধী দলগুলির থাকার কী প্রয়োজন? যদিও আলোচনার দাবিতে সংসদ অচল করার পক্ষপাতী নয় তৃণমূল কংগ্রেস, তাও সর্বদল বৈঠক শেষে স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সংসদের কার্যক্রম চালাতে আমরা সবরকমভাবে সহযোগিতা করব যদি সংসদের ট্রেজারি বেঞ্চও আমাদের সমানভাবে সহযোগিতা করে। তিনি এর পাশাপাশি দাবি জানান, বিরোধীদের কথা বলার জন্য যেন আরও বেশি সময় বরাদ্দ করা হয়। যে কোনও বিল পেশ করার আগে নোটিফিকেশনে যেন বেশি সময় দেওয়া হয়, যাতে আলোচনার জন্য বিরোধীরাও তাঁদের পক্ষ থেকে প্রস্তুত থাকতে পারে। রবিবারের সর্বদল বৈঠকে তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টিও এসআইআর ইস্যুকে সংসদে আলোচনার দাবি জানায়। পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার ইস্যু, সাম্প্রতিক লালকেল্লা-কাণ্ড নিয়েও বিরোধীদের তরফে আলোচনার দাবি জানানো হয় সর্বদল বৈঠকে।

এদিকে এসআইআর ও ভোটচুরির ইস্যু ছাড়াও ১০০ দিনের কাজের টাকা বাংলাকে কেন দিচ্ছে না কেন্দ্র, সংসদে সেই কৈফিয়তও চাইবে তৃণমূল। সেইসঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৫৩ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা কেন আটকে রেখেছে বিজেপির সরকার, তারও জবাব চাওয়া হবে। এবারের শীতকালীন অধিবেশনে আসতে পারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল। এর মধ্যে আছে জনবিশ্বাস সংশোধনী বিল। ৮ অগাস্ট লোকসভায় বিলটি পেশ হলেও পরে সেটিকে পাঠানো হয়েছিল সিলেক্ট কমিটিতে। আসার সম্ভাবনা রয়েছে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপটসি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটিও লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল গত ১২ অগাস্ট। এছাড়া দ্য কনস্টিটিউশন (১৩১ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিলের পাশাপাশি পেশ করা হতে পারে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিলও। মণিপুর গুড অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, দ্য অটোমিক এনার্জি বিল এবং দ্য কপোরেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিলও পেশ করা হতে পারে এবারের অধিবেশনে।

মোদি সরকারকে আমরা পালাতে দেব না, দুই বৈঠকে বলল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: সংসদের স্বল্পমেয়াদি শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে সোমবার। তার আগে রবিবার সর্বদল এবং দুই কক্ষে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির দুটি বৈঠকেই তৃণমূল কংগ্রেস সোচ্চার হল এসআইআর ও বাংলার বকেয়া নিয়ে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও গোয়েন্দা ব্যর্থতার ইস্যুতে দিল্লির লালকেল্লার বিস্ফোরণ নিয়েও সংসদে আলোচনা চায় দল। পরে এদিন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের দেখানো পথেই হাঁটছে বিরোধী শিবিরের বাকি দলগুলিও। এসআইআর ইস্যুতে সরকার ও বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে চেপে ধরা হবে সংসদীয় অলিন্দে। পালাতে দেওয়া হবে না। রবিবার প্রথমে সরকারের ডাকা সর্বদল বৈঠক এবং পরে রাজ্যসভা ও লোকসভার বিএসি বৈঠকে নিজেদের এই অবস্থান স্পষ্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে সরকারকে জানাতে হবে কবে, কীভাবে সংসদে তারা এসআইআর ইস্যুতে আলোচনা করবে। মিথ্যা আশ্বাসে ভুলবে না বিরোধী শিবির।

এদিন রাজ্যসভার বিএসি বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণকে বিরোধী শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, কীভাবে মোদি সরকার গায়ের জোরে বিল পাশ করছে বিতর্ক-আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে। এদিন বিএসি বৈঠকে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ৬টি বিল পাশ করাতে তারা আগ্রহী। যদিও নির্দিষ্টভাবে বিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি বলে অভিযোগ বিরোধী শিবিরের। সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন এদিন বলেন, নির্বাচন কমিশন অমিত শাহর কথায় চলছে, এটা বাস্তব ঘটনা। রাজ্যসভার বিএসি বৈঠকেও এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে, লোকসভার বিএসি বৈঠকে সোচ্চার হন লোকসভার দলের ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষ দস্তিদারও। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এসআইআর চলছে এবং তার জেরে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই জনস্বার্থের ইস্যুতে সংসদে আলোচনা চাই।

দেশ বিদেশ

1 December, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংকট কাটেনি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার। একাধিক শারীরিক অসুস্থতা ও জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী। বর্তমানে সিসিইউ-তে রয়েছেন তিনি। তবে চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাড়া দিচ্ছেন না তিনি

জন্মদিনের পার্টিতে বন্দুকবাজের হানা

মৃত ৪, আহত ১০

স্টকটন: ফের যত্রতত্র বন্দুকবাজের হামলা ও মৃত্যুর ঘটনা মার্কিন মুলুকে। এবার এক জন্মদিনের পার্টিতে। এক শিশুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সবাই যখন খোশমেজাজে, সেই সময়ে আচমকাই ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল এক বন্দুকবাজ। ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটনের এই ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম ১০। ঘটনার পর থেকে পলাতক সেই বন্দুকবাজ। অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া পুলিশ সূত্রে খবর, স্টকটনের লুসাইল অ্যাভিনিউয়ের ১৯০০ ব্লকে থরন্টন রোডের কাছে একটি ব্যাঙ্কোয়েটে জন্মদিনের পার্টি চলাকালীন হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করে এক বন্দুকবাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুরাই ছিল তার লক্ষ্য। এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অনেকে। দ্রুত আহতদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গুলিকাণ্ডে মৃত ও আহতদের অধিকাংশই নাবালক বলে খবর। বন্দুকবাজের নাম-পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যালিফোর্নিয়া পুলিশ। সান জোয়াকিন কাউন্টির শেরিফের কার্যালয় থেকে এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এটি এক পরিকল্পিত হামলা। তবে তদন্তকারীরা সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছেন। সান জোয়াকিন কাউন্টি শেরিফের অফিসের মুখপাত্র হিদার ব্রেন্ট জানান, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ। আগে থেকে পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছে। টার্গেট করা হয়েছে শিশুদের।

হাসিনাকে ফেরত না পেলেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে

ঢাকা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত না পেলেও নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে বলে জানাল ঢাকা। শুধুমাত্র মুজিবকন্যার প্রত্যর্পণের বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আটকে থাকবে না বলে রবিবার স্পষ্ট করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে বহুমাত্রিক সম্পর্ক আছে ভারতের। সেই আবহে হাসিনার বিষয়কে ঘিরেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আটকে থাকবে না। হাসিনা প্রসঙ্গের পাশাপাশি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তা জলবণ্টন এবং সীমান্ত সংক্রান্ত অন্য কূটনৈতিক বিষয়গুলিও যে রয়েছে, এদিন তা উল্লেখ করেন তৌহিদ। রবিবার ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিনা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তৌহিদকে। তিনি বলেন, যদি শেখ হাসিনাকে ফেরত না দেওয়া হয়, আমার মনে হয়, শুধু এই একটি বিষয়ে আমাদের সম্পর্ক আটকে থাকবে না। কারণ বহুমাত্রিক সম্পর্ক তো সমস্ত পৃথিবীর দেশের সঙ্গেই আছে। ভারতের সঙ্গেও আছে। তিস্তার জল বণ্টনের বিষয়টি হাসিনার আমলেও অমীমাংসিত ছিল বলে এদিন মনে করান বিদেশ উপদেষ্টা।

জানাল ঢাকা

অনলাইন কনটেন্টে রাশ টানতে আইনের পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট অনলাইনে 'অশ্লীল' বা আপত্তিকর কনটেন্ট দেখার জন্য আধার কার্ড ব্যবহার করে বয়স যাচাইকরণের ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। এনিয়ে নির্দিষ্ট আইন করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই ধরনের কনটেন্ট দেখার আগে সতর্কবার্তা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যাতে বলা থাকে যে এই বিষয়বস্তু সাধারণ দর্শকের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। বিচারপতি বাগচী মন্তব্য করেন, অশ্লীলতা একটি বই, চিত্রকলা বা অন্য কিছুতেও থাকতে পারে। কিন্তু আপনি যখন ফোন চালু করেন এবং এমন কিছু সামনে আসে যা আপনি দেখতে চান না বা যা আপনার ওপর জোর করে চাপানো হয়, তখন কী হবে? প্রধান বিচারপতি কান্ত যোগ করেন, যদিও সতর্কবার্তা সাধারণত দেওয়া থাকে, তবুও অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে বয়স যাচাই করা যেতে পারে। আধার কার্ডের মতো কিছু জিজ্ঞাসা করে বয়স যাচাই করা যেতে পারে এবং তারপর প্রোগ্রামটি শুরু করা যেতে পারে। বিচারপতিরা বলেন, অবশ্যই এগুলি দৃষ্টান্তমূলক পরামর্শ, বিচার বিভাগ এবং মিডিয়া থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি সমন্বিত দল থাকতে পারে, পাইলট ভিত্তিতে কিছু আসুক, আর যদি এটি বাকস্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তবে তখন তা বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের একটি দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং একবার তা হলে বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সংসদে এসআইআর ঝড়

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসব যুক্তি তুলে সংসদের উভয় কক্ষে কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এসআইআর পরিচালনা করতে গিয়ে কেন এত মৃত্যু হচ্ছে রাজ্যে? নির্বাচন কমিশনকেই এর দায় নিতে হবে, সাফ জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেকদিন মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে প্রাণ হারাচ্ছেন বিএলওরা। এঁদের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঠেকাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা এখনও ঘোষণা করতে ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন। এসআইআর একটা সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। তা সত্ত্বেও মাত্র সাতদিনের জন্য সময়সীমা বাড়ানো হল? কেন আরও সময় বাড়ানো হল না? রবিবার প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। যে রাজ্যে নির্বাচন সেই জায়গায় এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ ইস্যু খাড়া করে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে কমিশন। অথচ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে কেন ভোটার তালিকা সংশোধন করা নিয়ে কমিশনের কোনও গা নেই? প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের।

রবিবার দিল্লিতে প্রথমে সর্বদল ও পরে বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। লোকসভার বিএসি বৈঠকে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবি তুলে সোচ্চার হয়েছেন চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে সরকারকে জানাতে হবে সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনা আয়োজন কীভাবে করবে কেন্দ্রীয় সরকার, আলটিমেটাম দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মোদি সরকারের কোনওরকম ভুয়ো আশ্বাসে পিছু হটবে না তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবির, জানানো হয়েছে সেকথাও।

দায় এড়াতেই সংসদে অধিবেশনের দিন কমছে

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রে মোদি সরকার আসার পর থেকে লোকসভার অধিবেশন কীভাবে ধাপে ধাপে সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে রবিবার সরকারকে নিশানা করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের দাবি, প্রথমে লোকসভা অধিবেশন ৪৫ দিন হত। তারপর অধিবেশনের সময় কমিয়ে ৩৬ দিন করা হয়েছে। বর্তমান মোদি সরকার সংসদের অধিবেশনকে সংক্ষিপ্ত করে ২০ দিনের কম সময় বেঁধে দিয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি শাসনে আঠারো দিনের কম দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে সংসদীয় অধিবেশনকে। ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে এবার ১ ডিসেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনকে কমিয়ে ১৫ দিনের সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ করে এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে তোপ দাগে তৃণমূল কংগ্রেস। এর পাশাপাশি মোদি সরকারের তাড়াহুড়ো করে বিল পাশের বিরোধিতা করে তৃণমূল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অবশ্যই বিল স্ক্রুটিনি করতে সিলেক্ট কমিটি ও স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো প্রয়োজন। পরে এই বিষয়ে রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন বলেন, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ব্যাহত করার উপায় খুঁজবে বিজেপি। কিন্তু বিরোধী দলগুলি চায় সংসদ চলুক। সরকার সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। আর সংসদ দায়বদ্ধ জনগণের কাছে।

ছত্তিশগড়ে ৩৭ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

দান্তেওয়াড়া: হিংসার পথ ছাড়ার কথা বলে ছত্তিশগড়ে রবিবার আত্মসমর্পণ করলেন আরও ৩৭ জন মাওবাদী। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের মাথার দাম সবসুদ্ধ ৬৫ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল প্রশাসন। দান্তেওয়াড়া জেলায় সিআরপিএফ এবং পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা। এই আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ১২ জন মহিলাও রয়েছেন। রবিবার দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার গৌরব রাই জানান, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ২৭ জনের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম সারির কয়েকটি নাম হল কুমালি ওরফে অনিতা মাণ্ডবি, গীতা ওরফে লক্ষ্মী মড়কম, রঞ্জন ওরফে সোমা মাণ্ডবি এবং ভীম ওরফে জাহাজ কালমু। এই চারজনের প্রত্যেকের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা করে। পুলিশ সুপার জানান, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিরাপত্তারক্ষীদের ধারাবাহিক নজরদারি, বহু বড় মাওনেতার মৃত্যু এবং সাংগঠনিক ক্ষয়ক্ষতির জেরে অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন এই মাওবাদীরা।

সময় দিতে বাধ্য হল কমিশন

(প্রথম পাতার পর)

চালাচ্ছে, তা সঠিক নয়। যে কাজ করতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে তা কীভাবে এক মাসের মধ্যে সম্ভব। সেই কারণেই কাজের চাপে একের পর এক বিএলও প্রাণ হারাচ্ছেন, আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও চোখে ঠুলি কমিশনের। শেষ পর্যন্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা করে ডিজিটাইজেশন করার সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হল। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে দিন পিছোনোর কোনও কারণ জানায়নি কমিশন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ১৬ ডিসেম্বর ধার্য হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই দিন থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তালিকা সংক্রান্ত সংশোধনী ও অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯-১৩ জানুয়ারি, কলকাতার রবীন্দ্রসদন-নন্দন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ‘সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৬’। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

খোলা হাওয়া

ওয়েবসাইট উদ্বোধন

» সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সমিতির পদাধিকারী, সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক, শিক্ষাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরাও সক্রিয়ভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য-সহ বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আশিসকুমার পানিগ্রাহী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনিমেষ বিশ্বাস এবং যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক সুজয়কুমার মণ্ডল। সকলেই প্রাক্তনী সমিতির বহুমাত্রিক কার্যধারার সঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে জানান, প্রাক্তনী সমিতির নতুন ওয়েবসাইটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বব্যাপী প্রাক্তনীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করবে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে প্রাক্তনীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ আরও সহজতর হবে। প্রাক্তনী সমিতির এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান। নতুন ওয়েবসাইটটিতে প্রাক্তনীদের নিবন্ধন করার সুযোগ থেকে শুরু করে, নানামুখী কর্মধারা সংক্রান্ত তথ্য, সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রাক্তনীদের বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরা হবে।

বাপ্পি লাহিড়ীর জন্মদিন

» ২৮ নভেম্বর, সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পি লাহিড়ীর জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার উইশডম ট্রি-তে আয়োজিত হয়েছে ‘কভি আলভিদা না কহনা’। আয়োজনে দ্য ড্রিমার্স ও হৈমন্তীর কণ্ঠে। গানে ছিলেন হৈমন্তী রায়, গানের গল্পে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। বাপ্পি লাহিড়ীর মেলোডিয়াস কম্পোজিশন নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এইদিনের স্মরণ-সন্ধ্যা।

শীত সন্ধ্যা

» অনুভূতি প্রকাশন আয়োজিত ‘এক শীত সন্ধ্যায় অনুভূতি’ অনুষ্ঠিত হল অবনীন্দ্র সভাগৃহে। জমে উঠেছিল কবিতা, আবৃত্তি ও সাহিত্যচর্চার এক মনোজ্ঞ মিলনমেলা। শীতের স্নিগ্ধ আবহে শতাধিক কবি ও বাচিকশিল্পীর স্বরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা সভাগৃহ। উপস্থিত ছিলেন চুমকি চট্টোপাধ্যায়, সমুদ্র বসু ও সোমা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রকাশিত হয় কয়েকটি বই এবং নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ, যা সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার ঘটায়। আয়োজন ছিল পরিপাটি, প্রাণবন্ত ও দর্শকে ভরপুর। সমগ্র অনুষ্ঠানের কথা সমন্বয় করেন প্রাণেশ ভট্টাচার্য ও সম্পূর্ণা চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অমর মিশ্র।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব

» ২৯-৩০ নভেম্বর, লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম আয়োজিত ত্রয়োদশ বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হল পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান মঞ্চে। উদ্বোধন করেন ভাষাবিদ পবিত্র সরকার। সঙ্গে ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র বসু, ডাঃ আশিসকান্তি হীরা, ফোরামের সভাপতি কমল দে সিকদার, সম্পাদক পিনাকী বসু প্রমুখ। দুই দিনের উৎসব মঞ্চে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩৬৫ জন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাঁদের স্বরচিত কবিতা। সেইসঙ্গে পরিবেশিত হয় গান, শ্রুতি নাটক। প্রায় ৯০ জন ফোরাম সদস্য এই উৎসবকে সফল করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁদের লিখিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে একটি মূল্যবান স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উৎসব চত্বরে লেখক কবি ও সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে।

বন্দেমাতরম ১৫০ বছর

» স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য প্রেরণাস্বরূপ গান ‘বন্দেমাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হল কলকাতার শিশির মঞ্চে। শনিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে ‘বন্দেমাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গানটির জাতীয়-আত্মিক প্রেরণা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সমকালীন সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে কীভাবে ‘বন্দেমাতরম’ এখনও সমানভাবে প্রেরণাদায়ক, তা-ও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। এরপর একই মঞ্চে আনন্দী কমিউনিকেশন সেন্টার ও রূপসা সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে প্রথিতযশা রবীন্দ্রসঙ্গীত গুরু ও শিল্পী সুবিনয় রায়ের ১০৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত হয় ‘রবীন্দ্রগানে প্রেম ও সমাজ’ শীর্ষক গীতি-আলেখ্যে। সংকলন ও গ্রন্থনায় ছিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়-কে।

ছবি ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনী

» রিফ্লেকশন অফ নেচার শীর্ষক ছবি ও আলোকচিত্রের এক যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারের প্রদর্শন কক্ষে। সূচনা করেন তিন বিশেষ অতিথি তাপস কোনার, মধু সরকার ও ব্রতীন খান। চিত্রশিল্পী নন্দিতা ভট্টাচার্যের চিনা স্টাইলে আঁকা ছবি ও আলোকচিত্রশিল্পী সন্দীপ ভট্টাচার্যের ফোটোগ্রাফি সাজিয়ে এই প্রথম এমন যৌথ প্রদর্শনী আয়োজিত হল।

কবিতা-সন্ধ্যা

» ২৭ নভেম্বর, কলকাতার নলিনী গুহ সভাঘরে সারঙ্গ-র উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ কবিতা-সন্ধ্যা। উপস্থিত ছিলেন ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার। প্রকাশিত হয় দিলীপ বসু, সৌমিত বসু, মুকুল ভট্টাচার্যর নির্বাচিত কবিতা। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাতকর্ণী ঘোষ।

চার দিকের গল্প

» ২১ নভেম্বর, প্রণবেশ চন্দ্রের ছবি ‘চার দিকের গল্প’র বিশেষ প্রদর্শন হয়ে গেল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এ। কলাকুশলী ও বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি ছিল এই অনুষ্ঠানে। পরে ছবিটি চন্দ্রকোণ-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়।

মাঠে ময়দানে

1 December, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রাজিলের প্রথম ক্লাব হিসাবে চতুর্থবার কোপা লিবার্তাদোরেস জিতল ফ্ল্যামেঙ্গো

দিন-রাতের টেস্ট নিয়ে ভিন্ন মেরুতে রুট ও হেড

ব্রিসবেন, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে শুরু হচ্ছে চলতি অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। তার আগেই দিন-রাতের টেস্ট নিয়ে লেগে গেল জো রুট ও ট্রাভিস হেডের! গোলাপি বলের টেস্ট নিয়ে রুটের বক্তব্য, ব্যক্তিগত ভাবে দিন-রাতের টেস্ট আমার পছন্দ নয়। জানি, এতে খেলাটা মশলাদার হয়। গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড খুব ভাল। তাছাড়া এখানে দিন-রাতের টেস্ট দারুণ জনপ্রিয়। তাই আমাদের খেলতে হচ্ছে। এখন এটা টেস্ট ক্রিকেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। তবে অ্যাসেজের মতো সিরিজে দিন-রাতের টেস্টের

দরকার আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। তবে আমি পছন্দ করি বা না করি, তাতে কিছুই এসে যায় না। রুটের এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন হেড। তিনি বলেছেন, সত্যি কথা বলতে কী, গোলাপি বল হোক বা লাল বল, অথবা সাদা বল—এতে কিছুই এসে যায় না। মাঠে নেমে পারফর্ম করতে হয়। তবে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ মানুষ উপভোগ করে। প্রচুর দর্শক মাঠে আসে। কেউ নিজের মতামত দিতেই পারে। তবে গোলাপি বলের টেস্ট ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। হেড আরও বলেছেন, আমরা টি-২০, টি-১০ ফরম্যাট নিয়ে কথা বলি। টেস্ট ক্রিকেট তো একই রয়েছে। এখনও পাঁচ দিনে খেলা হয়। শুধু বলের রং আলাদা বলে পরিবেশ অন্যরকম থাকে।

দলের হয়ে পারফর্ম করা আমার দায়িত্ব : রোহিত

হাফ সেঞ্চুরির পথে রোহিত। রবিবার রাঁচিতে।

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : ২০২৭ বিশ্বকাপে দু'জনকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে আদৌ দেখা যাবে কি না, তার উত্তর দেবে সময়। তবে রাঁচি ওয়ান ডে-র আগে বিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে মুখ খুলেছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

৩৮ বছর বয়সি বিরাট রবিবার কেরিয়ারের ৫২তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ধারাবাহিকভাবে পরিশ্রম করলে, তবেই দীর্ঘদিন খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। ফল যাই হোক না কেন, পরিশ্রম, একাগ্রতা, আন্তরিকতায় কোনও পরিবর্তন করা উচিত নয়। ১০-১৫ বছর টানা খেলার পর এই বিষয়টা আরও ভালভাবে অনুভব করা যায়। কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের ভিত গড়ে দেয়। তাই ফল যেমনই হোক, রুটিন বদল করা যাবে না। সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিরাট আরও বলেছেন, একটা ব্যাপার বলতে পারি, মাঠে নেমে সব সময় নিজের ১০০ শতাংশ দিই। কোনও সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ৯৫ শতাংশ প্রস্তুতি নিয়ে খেলি না। এভাবে খেলতেই আমি অভ্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে তা কাজে লাগে।

এদিকে, রবিবার রাঁচিতে দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো রোহিতের বক্তব্য, আমার কাছে প্রতিটি ম্যাচই নতুন। আমার অভিষেক হচ্ছে, এমন মানসিকতা নিয়ে প্রত্যেকবার মাঠে নামি। একমাস বা ছ'মাস—যত দিন পরেই মাঠে ফিরি না কেন, একইভাবে খেলার চেষ্টা করি। তার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করি। আমি পারফর্মার। দলের হয়ে পারফর্ম করাই আমার কাজ। কোন ফরম্যাট খেলছি বা কত নম্বরে ব্যাট করছি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেমন খেলছি, সেটাই আসল।

হিটম্যানের সংযোজন, ২০ বছর বয়স থেকে একদিনের ক্রিকেট খেলছি। আমি ওপেন করি। বল নতুন, শক্ত থাকে। সুইংও করে। প্রথমে তাই কিছুটা টেস্টের মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করতে হয়। আসলে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাট হল, টেস্ট এবং টি-২০'র মিশ্রণ। তাই ভারসাম্য রেখেই ব্যাট করতে হয়।

নায়কের পা ছুঁয়ে আটক বিরাট ভক্ত

প্রতিবেদন • রাঁচি

৩০ নভেম্বর : ইডেনের পুনরাবৃত্তি রাঁচিতে! চলতি বছরের আইপিএলে ইডেনে আরসিবি বনাম কেকেআর ম্যাচে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন ঋতুপর্ণ পাখিরা। রবিবার রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির সেঞ্চুরির পর ঘটল হুবহু একই ঘটনা। নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে এক ছুটে বিরাটের কাছে পৌঁছে গেলেন এক দর্শক। হতচকিত বিরাটের পা ছুঁয়ে প্রণামও করে বসলেন। বিরাট সেই সময় ড্রেসিংরুমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাই ঘটনা বুঝতে তাঁর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।

বিরাট ভক্তকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নিরাপত্তারক্ষী। রবিবার রাঁচিতে।

প্রেস বক্সের ডানদিকে লোয়ার টিয়ারে বসেছিলেন ওই যুবক। পাশেই জায়ান্ট স্ক্রিন। সেখান থেকে ফেন্সিং টপকে ছুটতে শুরু করেন ওই বিরাট ভক্ত। তাঁর শরীরী ভাষায় ছিল ঈশ্বরকে ছোঁয়ার আকুতি। নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করে পৌঁছেও যান বিরাটের কাছে। যখন ছেলেটি ছুটে যাচ্ছিলেন ৪০ হাজারের স্টেডিয়ামে তাঁকে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। ঈশ্বরের পা স্পর্শ করার ফলাফল কিন্তু মধুর হল না। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে নিরাপত্তারক্ষীরা টেনে নিয়ে মাঠের বাইরে নিয়ে যায় এবং আটক করে। যতদূর জানা গিয়েছে, বিরাট ভক্তকে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। রাঁচিতে যখন এমন কাণ্ড তখন ইডেনে বিরাট কাণ্ড ঘটানো ঋতুপর্ণ পাখিরা পাড়ার মাঠে খেলছেন।

এমএলএস কাপের ফাইনালে মেসিরা

ফ্লোরিডা, ৩০ নভেম্বর : প্রথমবার মেজর লিগ সকার কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামি। রবিবার প্লে-অফের ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসিকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছেন লিওনেল মেসিরা। এবার মায়ামির সামনে প্রথমবার মেজর লিগ সকার খেতাব জেতার হাতছানি। আগামী শনিবার ফাইনালে মেসিরা খেলবেন ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের চ্যাম্পিয়ন ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, মায়ামিকে ইস্টার্ন কনফারেন্সের চ্যাম্পিয়ন করে কেরিয়ারের ৪৭তম ট্রফি জিতেছেন মেসি। শনিবার তাঁর সামনে আরও একটি খেতাব জয়ের সুযোগ।

ইস্টার্ন কনফারেন্স ট্রফি নিয়ে মেসিরা।

মার্কিন ফুটবল লিগের ৩০টি দলকে ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে ভাগ করা হয়ে থাকে। দুই অঞ্চলের প্লে-অফ চ্যাম্পিয়নরা খেলে মেজর লিগ সকার কাপের ফাইনালে। এর আগে তিনবার প্লে-অফ খেললেও, সেমিফাইনালেও উঠতে পারেনি মায়ামি। ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে দুরন্ত হ্যাটট্রিক করেন মায়ামির তাদেও আলেন্দে। বাকি দু'টি গোল যথাক্রমে মাতেও সিলভেত্তি ও তালেস্কো সেগোভিয়ার। গোল না পেলেও, মেসির নামের পাশে রয়েছে একটি অ্যাসিস্ট। এদিন ম্যাচ চলাকালীন নিউ ইয়র্ক সিটির আর্জেন্টাইন ফুটবলার ম্যাক্সিমিলিয়ানো মোরালেজের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন মেসি। যদিও রেফারির হস্তক্ষেপে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ম্যান ইউয়ের দারুণ জয়

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর : তিন ম্যাচ পর প্রিমিয়ার লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়েও, ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। এই তিন পয়েন্ট কোচ রুবেন আমোরিমকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে। এদিনের জয়ের পর, ১৩ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ছ'নম্বরে উঠে এসেছে ম্যান ইউ। বিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধেই পিছিয়ে পড়েছিল ম্যান ইউ। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ক্রিস্টাল প্যালেসকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জান ফিলিপ মাতেতা। বিরতির সময় ০-১ গোলে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল ম্যান ইউ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোল শোধের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন ব্রুনোরা। ৫৪ মিনিটে জোশুয়া জিরকজির গোলে ১-১ করে ফেলে ম্যান ইউ। এরপর ৬৩ মিনিটে ম্যাসন মাউন্টের গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে। শেষ কয়েক মিনিটে ম্যান ইউ রক্ষণকে রীতিমতো চাপে ফেললেও, ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি ক্রিস্টাল প্যালেস।

ম্যাসন মাউন্টের গোল-উৎসব।

ট্রফি গায়ত্রীদের, হারলেন শ্রীকান্ত

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এই খেতাব জিতলেন ভারতীয় জুটি। তবে ছেলেদের সিঙ্গলসের ফাইনালে লড়াই করেও হেরে গেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত।

রবিবার মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে তৃষা-গায়ত্রীর প্রতিপক্ষ ছিলেন জাপানের কাহো ওসাওয়া এবং মাই তানাবে। জাপানি জুটির কাছে প্রথম গেম হেরে চাপ বাড়িয়েছিলেন তৃষা ও গায়ত্রী। যদিও পরের দু'টি গেমে দারুণ খেলে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন। ম্যাচের ফল ভারতীয় জুটির পক্ষে ১৭-২১, ২১-১৩, ২১-১৫। অন্যদিকে, ছেলেদের ফাইনালে শ্রীকান্ত কোর্টে নেমেছিলেন হংকংয়ের জেসন গুনাওয়ানার বিরুদ্ধে। তিন গেমের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর, ১৬-২১, ২১-৮, ২০-২২ ব্যবধানে ম্যাচ হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় শ্রীকান্তকে।

চ্যাম্পিয়ন জুটি তৃষা-গায়ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

1 December, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১ ডিসেম্বর ২০২৫
সোমবার

অবসর ভেঙে বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার খবর উড়িয়ে দিল বিসিসিআই

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ৭ চেন্নাই ইনকাম ট্যাক্স ০

প্রতিবেদন: আই লিগের জন্য প্রস্তুত ডায়মন্ড হারবার এফসি। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব লিগের প্রস্তুতিপর্বে আরও এক সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন। রবিবার ওড়িশার ধনকানালে শহিদ বাজি রাউথ স্মৃতি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার ফাইনালে চেন্নাই ইনকাম ট্যাক্সকে গোলের সুনামিতে ভাসিয়ে খেতাব জয় ডায়মন্ড হারবারের। একপেশে ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করল কিবু ভিকুনার দল। হ্যাটট্রিক করে জয়ের নায়ক থরপুইয়া। চলতি মরশুমে আরও এক সাফল্যের জন্য গোটা দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চিফ প্যাট্রন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে ক্লাবের সাফল্যের খবর শেয়ার করে সাংসদ লিখেছেন, ডায়মন্ড হারবার এফসি-র গোটা দলকে আমার অভিনন্দন।

ফাইনালে এদিন প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেয়নি কিবুর দল। ডায়মন্ড হারবারের গোল উৎসব শুরু হয় খেলা শুরুর ৬ মিনিটের মাথায়। থরপুইয়ার গোলে এগিয়ে যায় তারা। বিরতির ঠিক আগে আরও দু'টি গোল করে ব্যবধান বাড়ায় ডায়মন্ড হারবার। ৪০ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও থরপুইয়ার। মিনিট পাঁচেক পর জবি জাস্টিন ব্যবধান ৩-১ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণে ঝাঁজ আরও বাড়ে। মাত্র ১২ মিনিটের ব্যবধানে আরও চারটি গোল করে চেন্নাইয়ের দলটির লজ্জা আরও বাড়ায় কিবুর দল। ৫৬ মিনিটে নিজের তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন থরপুইয়া। ৫৯, ৬৪, ৬৮ মিনিটে বাকি তিনটি গোল করেন যথাক্রমে অ্যান্তোনিও মোয়ানো, ক্লেটন সিলভেইরা ও ব্রাইট এনোবাখারে। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার হয়েছেন ডায়মন্ডের নতুন স্প্যানিশ মিডিও অ্যান্তোনিও।

আই লিগের প্রস্তুতি হিসেবে এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় ডায়মন্ড হারবার। অসমে অল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ জয়ের পর ওড়িশাতেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে আই লিগের জন্য তৈরি কিবুর দল।

সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতে ডায়মন্ড হারবারের ফুটবলাররা। রবিবার ওড়িশায়।

অভিষেকের অভিনন্দন

সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫-এ চ্যাম্পিয়ন। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য গর্বিত। আমাদের এই যাত্রা এবং ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের জন্য গর্বের মুহূর্ত। দলের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

কোচ ছাড়াই আজ মাঠে মোহনবাগান

প্রতিবেদন: ভিসা হাতে না পাওয়ায় এখনও শহরে এসে পৌঁছতে পারেননি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরা। রবিবার টিম হোটেলে ফুটবলারদের অনেকেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। হোটেলেই জিম সেশন করেন রবসন রোবিনহোরা। দু'-একজন ফুটবলার ছাড়া মোহনবাগানের প্রায় গোটা দলই শহরে। সোমবার প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে নয়, আজ বিকেল পাঁচটা থেকে মোহনবাগান মাঠেই অনুশীলনে নামছেন রবসন, জেসন কামিন্সরা। লোবেরাকে ছাড়াই প্রথম কয়েকদিনের অনুশীলন সারবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দলের ভারতীয় সহকারী বাস্তব রায়ের অধীনেই আপাতত প্রস্তুতি সারবেন ফুটবলাররা।

ক্লাবে ভক্তের সঙ্গে রবসন।

প্রায় একমাস বিরতির পর মোহনবাগান যখন সম্ভাব্য আইএসএলের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করছে, তখন ইস্টবেঙ্গলের ফোকাস সুপার কাপের সেমিফাইনালে। ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শেষ চারের লড়াইয়ে মশালবাহিনীর সামনে পাঞ্জাব এফসি। যারা সুপার কাপে উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিয়ে নক আউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে তৈরি তারা। ইস্টবেঙ্গলও আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। দলে চোট সমস্যা নেই। গোয়ায় পৌঁছে ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৪-১ গোলে জয়ের পর রবিবার থেকে সেমিফাইনালের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করেছে অস্কার ব্রুজোর দল। প্রস্তুতি ম্যাচে হিরোশি, হামিদরা গোল পাওয়ায় স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল কোচ।

অভিষেক-ঝড়ে হার, একা লড়াই ঈশ্বরণের

প্রতিবেদন: সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে রান পাননি অভিষেক শর্মা। ফর্মে ফেরার জন্য পাঞ্জাব অধিনায়ক বেছে নিলেন বাংলাকে। মহম্মদ শামি, আকাশ দীপদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালিয়ে বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ ব্যাটার ৫২ বলে ১৪৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। মাত্র ১২ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন। সেঞ্চুরি করেন কেবল ৩২ বলে। অভিষেকের তাণ্ডবলীলার সৌজন্যে বাংলার সামনে ২০ ওভারে ৩১১ রানের বিশাল লক্ষ্য রাখে পাঞ্জাব। জবাবে বাংলার ইনিংস থামে ১৯৮ রানে। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের ৬৬ বলে অপরাজিত ১৩০ রানের ইনিংস কোনও কাজে এল না। ১১২ রানে বিশাল জয় পাঞ্জাবের। ৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে অভিষেকরা। সমান পয়েন্টেও নেট রান রেটে ধাক্কা খেয়ে চারে নামল বাংলা।

৫২ বলে ১৪৮ অভিষেকের।

হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে অভিষেকের ব্যাটিং সাইক্লোনে ভর করে ৫ উইকেটে ৩১০ রান করে পাঞ্জাব। শামি, আকাশ দীপ, সক্ষমদের রেয়াত করেননি অভিষেক। প্রভসিমরনকে (৩৫ বলে ৭০) প্রদীপ্ত ফেরানোর পর অভিষেক ঝড়ের গতিতেই রান তোলেন রামনদীপ সিংকে সঙ্গে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অভিষেক ফিরলেও রানের পাহাড়ে চেপে বসে পাঞ্জাব।

জবাবে শুরু থেকে উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যচ্যুত বাংলা। একা কুম্ভ হয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং চালিয়ে যান নেতা অভিমন্যু। কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে কোনও সাহায্য পাননি। ফলে বাংলার অধিনায়কের লড়াকু সেঞ্চুরি রক্ষা করতে পারেনি দলকে। পাঞ্জাবের স্পিনার হরপ্রীত ব্রার ৪ উইকেট নেন।

মূলপর্বে ভারত

আমেদাবাদ: দাদাদের ব্যর্থতা ঢাকল ভাইরা। এএফসি অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে ভারত। রবিবার শক্তিশালী ইরানকে ২-১ গোলে হারিয়ে বাজিমাত করল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। গ্রুপ শীর্ষে থেকেই এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করল যুব ভারত। ১৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে ভারত। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে গাংতের গোলে সমতা ফেরায় ভারতীয়রা। ৫২ মিনিটে গাংলেইবার দুরন্ত গোলে ২-১ করে বিবিয়ানোর দল। লিড ধরে রেখে জয় ছিনিয়ে নিয়ে এশিয়ান কাবে যুব ভারত।

হকিতে রানার্স

ইপো : শেষরক্ষা হল না! সুলতান আজলান শাহ হকি টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ভারতকে। রবিবার ফাইনালে লড়াই করেও, বেলজিয়ামের কাছে ০-১ গোলে হেরে গেলেন ভারতীয়রা। প্রথম দু'টি কোয়ার্টারের ফল গোলশূন্য থাকার পর, তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই বেলজিয়ামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন থিবো স্টকব্রোকেক্স।

অবসর নিয়েই নাইটদের পাওয়ার কোচ রাসেল

প্রতিবেদন: আইপিএলে আর দেখা যাবে না দ্রে রাসকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিটেনশন তালিকা থেকে বাদ পড়তেই নিলামের আগে ক্রোড়পতি লিগ থেকে অবসর ঘোষণা করে দিলেন আন্দ্রে রাসেল। তবে আইপিএলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন না ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। বিচ্ছেদ হচ্ছে না কেকেআরের সঙ্গেও। ২০২৬ আইপিএলে নাইটদের ডাগ আউটেই বসবেন 'ঘরের ছেলে'। কেকেআরের সাপোর্ট স্টাফে 'পাওয়ার কোচ' হিসেবে যোগ দিচ্ছেন দ্রে রাস। নিজেই জানিয়ে দিলেন বাজিগরের দলে তাঁর নতুন ভূমিকার কথা। কেকেআর কর্ণধার শাহরুখ খান ক্রিকেটার রাসেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন ভূমিকার জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় রাসেল বলেছেন, আমি আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বিশ্বের অন্য সব লিগে কেকেআরের অন্য দলগুলির হয়ে খেলা চালিয়ে যাব। কেকেআরের জার্সিতে ১২ বছরে কিছু দুর্দান্ত স্মৃতি রয়েছে। ভক্তরা হয়তো অনেকে বলবেন, এখনই কেন অবসর? সে জন্যই এই সময়টা সেরা।

রাসেল যোগ করেন, দলের কোচিং স্টাফ, সতীর্থরা আমাকে কিছু পুরনো ভিডিও পাঠিয়েছে। ওরা বলেছে, আমাকে বেগুনি জার্সিতেই সবচেয়ে ভাল লাগে। সিদ্ধান্তটা নেওয়া সহজ ছিল না। কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি। ভেঙ্কি মাইসোর (কেকেআর সিইও), শাহরুখ খানের সঙ্গে কথা হয়েছে। আইপিএলে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। এরপরই কেকেআর ভক্তদের উদ্দেশে রাসেল বলেন, কলকাতা, আমি আবার ফিরে আসছি। নিজের পরিবার ছাড়ছি না। এবার কেকেআরের একজন সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে থাকব। সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় এবার আমি 'পাওয়ার কোচ'।

গত ১২ বছরে 'ঘরের ছেলে'-র অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে টিমের কর্ণধার শাহরুখ খান সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, অসাধারণ সব স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ আন্দ্রে। উজ্জ্বল বর্ম পরা আমাদের নাইট! একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে তোমার দুর্দান্ত এক যাত্রার পর আর একটি অধ্যায় শুরুর অপেক্ষা। এবার পাওয়ার কোচ। বেগুনি এবং সোনালি পোশাক পরা আমাদের ছেলেদের কাছে জ্ঞান, শক্তির প্রেরণা হয়ে ওঠো! আর হ্যাঁ, অন্য যে কোনও জার্সিতে তোমাকে সত্যিই খুব অদ্ভুত লাগত বন্ধু। 'মাসল রাসেল' জীবনের জন্য। তোমাকে ভালবাসি।

মাঠে ময়দানে
1 December, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩৫২টি! একদিনের ক্রিকেটে সবথেকে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা

বিরাট ব্যাটে গুয়াহাটির জবাব রাঁচিতে

অলোক সরকার • রাঁচি

৩০ নভেম্বর : জানসেন আর ব্রিজকের পার্টনারশিপ যখন হু হু করে এগোচ্ছে, তখন দুরু দুরু বুকে রাঁচি তাকিয়ে ছিল রহস্য স্পিনারের দিকে। কুলদীপ এসব পরিস্থিতিতে অব্যর্থ। তাঁর হাতে প্রচুর জুটি ভেঙেছে। রাহুল হাতে বল তুলে দিয়ে হয়তো বলেছিলেন, যা ভাই, কাজটা শেষ করে আয়। কুলদীপ কথা রেখেছেন। প্রথমে জানসেন (৭০) তারপর ব্রিজকে (৭২) কুলদীপের মায়াজালে আটকে যেতেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। পরে অবশ্য বশ ৬৭ করে যান। কুলদীপ ৬৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। হর্ষিতের শিকার ৩। প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত জিতল ১৭ রানে।

৪.৪ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ১১/৩, তখন ওদের টেস্টের ভারত মনে হচ্ছিল। ভাবুন একবার, রিকেলটন, ডি কক, মার্করামের মতো দাপুটে লোকজন ফিরে গিয়েছেন। ম্যাচের ভাগ্যও তখনই প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। প্রেস বক্সে কে একজন বলে গেলেন, ইন্ডিয়া টিম মাইনাস বিরাট-রোহিত মানে গুয়াহাটি। উল্টোটা হলে রাঁচি। ভুল বলেননি। কে জানে রো-কোর হাত ধরে এই জয়ের পরও গৌতম গম্ভীরের ইসপিস কমবে কি না। তাঁর আর আগারকরের মহাতারকাদের বিচার সভায় বসার কথা। সেটা এখন এলাম-গেলাম গোছের হবে!

সেঞ্চুরির পর বিরাট যে লাফটা দিলেন সেটা দেখার জন্য ভক্তরা যে হাপিত্যেশ করে তাকিয়েছিল তার প্রমাণ পরের ঘটনায়। ততক্ষণে জায়ান্ট স্ক্রিনের নিচের গ্যালারি থেকে এক তরুণ লাফ দিয়ে মাঠে নেমে ছুটতে শুরু করেছে। পিছনে নিরাপত্তারক্ষীরা। ওঁরা যখন নাগাল পেলেন ততক্ষণে ভক্ত তার ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বিরাটের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়াও সারা। তাকে যখন পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন গ্যালারি লাফাচ্ছে। সেটা ২২ গজে কোহলিচিত জবাবের জন্য নাকি চল্লিশ হাজার জনতার আবেগের বহিঃপ্রকাশ, সেটা নিয়ে অবশ্য ধন্দ থাকতে পারে।

বিরাট-রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক'দিন বাদে বোর্ড বৈঠকে বসবে। রবিবাসরীয় দুপুরে ওঁদের ব্যাটে সুনামি দেখে মনে হচ্ছিল এসব বৈঠক আসলে সময় নষ্ট। গুয়াহাটিতে দুমড়ে যাওয়া দলের মনোবল কী অবলীলায় ফেরত আনলেন রো-কো। দ্বিতীয় উইকেটে তুললেন ১৩৬ রান। সেটাও আফ্রিকান বোলারদের ঘাড়ে চেপে।

সেঞ্চুরির পর উচ্ছ্বসিত বিরাট। রবিবার রাঁচিতে, প্রথম একদিনের ম্যাচে।

এই দুই লোককে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তাঁরা ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত আছেন কি না। এত কাণ্ডের পর গম্ভীর এখন আর্তনাদ করছেন একসঙ্গে ড্রেসিংরুম খালি হয়ে গেল বলে! কিন্তু এখন? গুয়াহাটি বিপর্যয়ের পর বড্ড বেসুরো বাজছেন ভারতীয় কোচ।

৪৩ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলার পর রোহিতের এই মাঠে ব্যাটিং রেকর্ড দেখে অনেকে অবাক হন। এর আগে চারবার রাঁচিতে খেলে করেছিলেন ৪৩ রান। এদিন ৫১ বলে ৫৭ করে এলবি জানসেনের বলে। লেগ স্ট্যাম্পের উপর আসা বল অনসাইডে খেলতে গিয়েছিলেন। লাইন মিস করলেন। ডিআরএস নিতে গিয়েও নিলেন না বিরাটের কথায়।

সিডনিতে শেষ একদিনের ম্যাচে রোহিত ১২১ নট আউট ছিলেন। বিরাট ৮৪ নট আউট। অপরাজিত জুটিতে উঠেছিল ১৬৮ রান। এখানে সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন দু'জনে। শুধু বিরাট সেঞ্চুরি করলেন। রোহিত হাফ সেঞ্চুরি। রোহিতের তাও ক্যাচ ফেললেন ডি জর্জি। কিন্তু বিরাট প্রথম বল থেকেই সাবলীল। ইদানীং স্ট্যান্স বদলেছেন। স্কোয়ার অন স্ট্যান্সে অফ সাইড ওপেন পাচ্ছেন। বেশির ভাগ শট খেললেন সেদিকে।

১০২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন বিরাট। প্রত্যেকটা শটে ঠিকরে বেরিয়েছে গুয়াহাটির জবাব। শেষমেশ ১২০ বলে ১৩৫। কিছুটা অধৈর্য হয়ে দূর থেকে বার্গারকে মিড অফের উপরে ওড়াতে গিয়েছিলেন। দৌড়ে ক্যাচ ধরলেন রিকেলটন। বিরাট রাজার প্রবেশের সময় গ্যালারির যে উচ্ছ্বাস ছিল, প্রস্থানে সেটা দশগুণ বেড়ে গেল। জনতা লাফাচ্ছে আর তিনি মাঠের চারদিকে ব্যাট দেখাচ্ছেন। এই মাঠে আগে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। প্রচুর রান আছে। যেভাবে বিদায় নিলেন তাতে হয়তো ধোনির শহরকে এটাই শেষ বলে গেলেন।

৫০ ওভারে ৩৪৯/৮ তুলেছে ভারত। রো-কো ছাড়া রান পেলেন রাহুল (৬০) ও জাদেজা (৩২)। শুরুতে জয়সওয়াল (১৮) ও পরে ঋতুরাজ (৮), ওয়াশিংটন (১৩) ব্যর্থ। অর্শদীপও ০। লোয়ার অর্ডারি খেললে রানটা ৩৫০ পেরোত। পরে বোঝা গেল এটাই যথেষ্ট। ১১ রানে ৩ উইকেট চলে যাওয়ার পর জানসেনকে (৭০) নিয়ে ব্রিজ লড়লেন। পাশে ছিলেন জর্জি (৩৯), বশ ও ব্রেভিস (৩৭)। তাও সাড়ে তিনশো তোলা সম্ভব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৯.২ ওভারে থামল ৩৩২ রানে।

স্কোরবোর্ড

ভারত: যশস্বী ক ডি'কক বো বার্গার ১৮ (১৬), রোহিত এলবিডব্লু বো জানসেন ৫৭ (৫১), বিরাট ক রিকেলটন বো বার্গার ১৩৫ (১২০), ঋতুরাজ ক ব্রেভিস বো বার্টম্যান ৮ (১৪), ওয়াশিংটন ক বশ বো বার্টম্যান ১৩ (১৯), রাহুল ক ডি'কক বো জানসেন ৬০ (৫৬), জাদেজা ক মার্করাম বো বশ ৩২ (২০), হর্ষিত নট আউট ৩ (২), অর্শদীপ বোল্ড বশ ০ (১), কুলদীপ নট আউট ০ (১)। অতিরিক্ত: ২৩। মোট (৫০ ওভারে ৮ উইকেটে): ৩৪৯ রান। বোলিং: জানসেন ১০-০-৭৬-২, বার্গার ১০-০-৬৫-২, বশ ১০-০-৬৬-২, বার্টম্যান ১০-০-৬০-২, সুব্রায়েন ১০-০-৭৩-০,

দক্ষিণ আফ্রিকা: মার্করাম ক রাহুল বো অর্শদীপ ৭ (১৫), রিকেলটন বোল্ড হর্ষিত ০ (১), ডি'কক ক রাহুল বো হর্ষিত ০ (২), ব্রিৎজকে ক বিরাট বো কুলদীপ ৭২ (৮০), ডি'জর্জি এলবিডব্লু বো কুলদীপ ৩৯ (৩৫), ব্রেভিস ক ঋতুরাজ বো হর্ষিত ৩৭ (২৮), জানসেন ক জাদেজা বো কুলদীপ ৭০ (৩৯), বশ ক রোহিত বো প্রসিধ ৬৭ (৫১), সুব্রায়েন ক রাহুল বো কুলদীপ ১৭ (১৬), বার্গার ক রাহুল বো অর্শদীপ ১৭ (২৩), বার্টম্যান নট আউট ০ (৬)। অতিরিক্ত: ৬। মোট (৪৯.২ ওভারে অল আউট): ৩৩২ রান। বোলিং: অর্শদীপ ১০-১-৬৪-২, হর্ষিত ১০-০-৬৫-৩, ওয়াশিংটন ৩-০-১৮-০, প্রসিধ ৭.২-১-৪৮-১, কুলদীপ ১০-০-৬৮-৪, জাদেজা ৯-০-৬৬-০।
ভারত ১৭ রানে জয়ী।

মানসিক প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছিলাম, ম্যাচের পর বিরাট

অলোক সরকার • রাঁচি

৩০ নভেম্বর : মানসিক প্রস্তুতি আর ম্যাচ উপভোগ করতে পারা। ঝাড়খণ্ড মাঠে ৫২তম ওডিআই সেঞ্চুরির রহস্য এভাবেই ফাঁস করলেন বিরাট কোহলি। তাঁর বক্তব্য হল, আমি ৩০০ ওডিআই খেলে ফেলেছি। তাতে এটুকু বুঝেছি যে, তুমি যদি নেটে এক-দু'ঘণ্টা সময় দাও, তাহলেই বুঝে যাবে যে ম্যাচের জন্য তুমি কতটা উপযুক্ত।

খেলার পর বিরাট আরও বলছিলেন, পিচ প্রথম ২০-২৫ ওভার ভাল ছিল। তারপর স্লো হয়েছে। আমি তাই ভাল করে বল দেখে নিয়ে খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। আসলে একবার ভাল শুরু করে দিতে পারলে অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু সাহায্য করে দেয়। আমি কখনও বেশি প্রস্তুতি নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। কিন্তু মানসিক ব্যাপারটায় জোর দিয়েছি। সেই সঙ্গে শারীরিক দিকেও নজর দিয়েছি। দেখেছি ফিটনেস লেবেল ঠিক থাকলে ব্যাটিং আগে থেকে আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

এরপর বিরাট বলেন, আমি রাঁচির পরিবেশকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। দেখে নিয়েছিলাম আগেই পুরো ব্যাপারটা। আমি যখন ম্যাচ নিয়ে আগে অনেকটা ভেবে ফেলি তখন আমার রানের খিদে আরও বেড়ে যায়। আমি আরও ক্ষিপ্র হয়ে উঠি। আমার মনে হয়েছিল এখানে অনেকটা রিল্যাক্সড হয়ে খেলতে পারব।

এদিকে, ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক মিডিয়াকে পাল্টা তোপ দেগে বললেন, আপনারা দু'বছর পরের বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ওটা অনেক পরের ব্যাপার। এসব নিয়ে এখনই কথা ওঠা ঠিক নয়। কথাটা তিনি বললেন বিরাট-রোহিতের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে। বললেন, এখানে বিরাট আর রোহিত অসাধারণ ব্যাট করল। ওরা এত অভিজ্ঞ। ব্যাটিং কোচের দাবি, পিচ পরে অনেক স্লো হয়ে গিয়েছিল। বল ব্যাটে আসছিল না। বিশেষ করে ২০-৪০ ওভারে ভীষণ স্লো হয়ে গিয়েছিল। তাই এখানে ৩৪৯ রান অনেক ছিল। কুলদীপ ও হর্ষিত খুব ভাল বল করেছে।

আউট ডি'কক। উৎসব বিরাটদের। রবিবার রাঁচিতে।